চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অযোধ্যা রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যা মামলায় রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে। সুপ্রিম কোর্টের চেম্বারেই শুনানির পর আবেদনগুলি খারিজ করে। অযোধ্যা মামলায় মোট ১৮টি পিটিশন জমা পড়েছিল।

এদিন প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। এই বেঞ্চে নতুন সংযোজন হলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই মামলায় রায় দিয়েছিল। কিন্তু বিচারপতি গগৈয়ের অবসরের পর বর্তমান প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন এই সাংবিধানিক বেঞ্চে নতুন সদস্য হন বিচারপতি খান্না। বেঞ্চের অন্য সদস্যরা হলেন বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি অশোক ভূষণ, বিচারপতি এস এ নাজির।

সুপ্রিম কোর্টের অযোধ্যা রায় নিয়ে মোট ১৮টি রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হয়েছে। এই ১৮টির মধ্যে মোট ন'টি আবেদনের প্রধান মামলাকারী, যারা আগে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রথম এই বিষয়ে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছিল মুসলিম পক্ষই। তারা কোনওভাবেই এই রায় মেনে নিতে পারছিল না। পরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল' বোর্ডের সমর্থনে বেশ কয়েকটি রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করে মুসলিম পক্ষ। হিন্দু পক্ষগুলির তরফে প্রথম রিভিউ পিটিশন দায়ের করে হিন্দু মহাসভা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে শান্তি ফেরাতে মহকুমা স্তরে প্রশাসনের উদ্যোগে হচ্ছে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন মহকুমায় শান্তি বৈঠকের আয়োজন করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কমলপুর-সহ বিভিন্ন মহকুমায় বৃহস্পতিবার শান্তি বৈঠক হয়েছে। অম্পিতে আগামীকাল শান্তি বৈঠক করবেন মহকুমাশাসক। এদিকে কৈলাসহরে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নির্ভয়ে থাকার জন্য কংগ্রেস নেতা বদরুজ্জামান ময়দানে নেমেছেন।

প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় ত্রিপুরায় বনধকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। বাড়িঘরে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু, আজ কংগ্রেস ত্রিপুরায় বনধ পালন করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হস্তক্ষেপে গতকাল ক্যাব বিরোধী যৌথ মঞ্চ বনধ প্রত্যাহার করেছে। তখনই মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরায় শান্তি বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কমলপুর মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। জনগণ ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে চাইছেন

আমবাসা রেল স্টেশনে বৃহস্পতিবার শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

না। তাই সকলকে বোঝানো হচ্ছে, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে হবে।

এদিকে, আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমার রাঙ্খলপাড়ায় মন্ত্রীলাল কাইপেং-এর মৃতদেহ এসে পৌঁছলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছিল। গতকাল বনধ চলাকালীন আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আজ রাঙ্খলপাড়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে আশঙ্কায় আগে থেকেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিন তাকে দেখতে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন।

অন্যদিকে গতকাল গভীর রাতে গুলিবিদ্ধ যুবকের জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। গতরাতে তুইসাবাড়ি এলাকায় আকাশ দেবনাথ গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এখন বিপদমুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটির ডাকা অনির্দিষ্ট কালের বনধের তৃতীয় দিন অর্থাৎ বুধবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আমবাসা মহকুমার বিভিন্ন জায়গায়। যদিও বুধবার রাতে এই অনির্দিষ্ট কালের বনধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় জয়েন্ট মোভমেন্ট কমিটি। তারপরই আমবাসা মহকুমায় শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ময়দানে নামেন খোদ বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। বৃহস্পতিবার আমবাসা রেল স্টেশনে শান্তি বৈঠক করেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। এলাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব কংগ্রেসের ডাকে কর্মনাশা বনধ হল রাজ্যে

পিকেটিং ঘিরে রাজপথে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি, আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। আরও একটি কর্মনাশা বনধে রাজ্যের জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। আজ যুব কংগ্রেস ত্রিপুরা বনধ পালন করছে। টানা চারদিন ধরে বনধে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই পার্বতী রাজ্যে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। আজ ত্রিপুরা বনধে বড়সড় হিংসার কোন ঘটনা ঘটেনি। সারা রাজ্যে করা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল করেনি। তেমনি রেল পরিষেবাও স্থগিত করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজও খুলেনি আজ। কলেজ এবং স্কুলের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

গতকাল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বিনা অনুমতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস আজ ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধ ডেকেছে। সদর এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের মিছিল থেকে পুলিশের দিকে মশাল ছুড়ে মারা হয়েছিল। তাতে সাব ইন্সপেক্টর আশুতোষ শর্মা আহত হয়েছেন। কংগ্রেসের দাবি, বিনা কারণে পুলিশ দলীয় কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। তাতে, ৪ জন আহত হয়েছেন।

আজ সকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করেছেন। আগরতলা সিটি সেন্টারে পিকেটিং করার সময় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা দুইজন পিকেটারকে উত্তম মাধ্যম দিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য চারদিন ধরে কোন ব্যবসা হচ্ছে। এরই মধ্যে পিকেটারদের হুমকি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদিকে, আজ সারা ত্রিপুরাতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী রাস্তায় টহল দিচ্ছে। তাতে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাগাতর বনধে ক্ষুব্ধ গন্ডাছড়ার আমজনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর ।। টানা চারদিন ধরে বনধের জেড়ে গন্ডাছড়ার আমজনতা আজ ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। কারণ, অনেক নীরিহ ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকি বাড়ি ঘড়েও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। নীরিহ গন্ডাছড়াবাসী বিনা দোষে এই অত্যাচার মেনে নিতে পারেননি। তাই, আজ গন্ডাছড়ায় তুমুল সংর্ঘষ হয়েছে। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মহকুমা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

ধলাই জেলা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে দাবি, চারদিনে গন্ডাছড়ায় জনজীবনে দারুণ প্রভাব পড়েছে। দোকানপাট, বাজার-হাট রীতিমত স্তব্ধ হয়ে পড়ায় রোজগারে আঘাত পড়েছে। প্রাণের মায়ায় অনেকেই পেটের দায়কে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, আজ সমস্ত রাগ ফেঁটে পড়েছে। জানা গেছে, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগে থানায় ভিড় জমাল তিন শতাধিক আতঙ্কগ্রস্থ ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। নিরাপত্তাহীনতা ও প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী অভাবের অভিযোগ থানার শরণাপন্ন প্রায় তিন শতাধিক উপজাতী ছাত্র-ছাত্রী। শান্তিপ্রিয় কৈলাসহরের বুকে গুজবে কান দিয়ে সৃষ্টি এই উদ্ভট পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ ও মহাকুমা প্রশাসনের পাশাপাশি সমস্ত বিভেদ ও মতানৈক্য ভুলে মাঠে নামলর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব রাও। যুব কংগ্রেসের ডাকে আজ রাজ্যেবন্ধপালিত হচ্ছে। এই বনধকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর মহকুমার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ করে প্রায় তিন শতাধিক উপজাতির ছাত্র ছাত্রী কৈলাসহরগ থানা আসতে হতে শুরু করে। হঠাৎ করে এভাবে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের কৈলাসহর থানায় যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক উদ্ভট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কৈলাসহর এলাকা জুড়ে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় গুজব ছড়ানোর কাজ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ও এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমস্ত বিভেদ ভুলে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম প্রায় সবক'টি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছুটে আসে কৈলাসহর থানায়। পাশাপাশি এই ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানায় ছুটে আসেন অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চন্দন সাহা সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছাড়া রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব কথা বলেন ছাত্র ছাত্রীদের সাথে। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে জানানো হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা স্থগিতের সময়সীমা ২৪ ঘন্টা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। রাজ্যে মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা আরও ২৪ ঘন্টা স্থগিত রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় গুজব এড়াতে মঙ্গলবার ৪৮ ঘন্টার জন্য মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। আজ, ফের ২৪ ঘন্টা সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

মূলত, কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভয়ংকরভাবে গুজব ছড়াচ্ছিল। ফেসবুক, হোয়াটসআপে মুহূর্তের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। তাতে, ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তাই, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ত্রিপুরা সরকার।

গতকাল অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা পুনরায় চালু করার মত পরিস্থিতি হয়নি বলে মনে করছে ত্রিপুরা প্রশাসন। কারণ, আজ কংগ্রেসের ডাকা বনধে ধলাই জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুব কংগ্রেসের ডাকা বনধে পিকেটিং করার সময় কংগ্রেস ভবনের সামনে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি।

আজ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষা স্থগিত, বাতিল রেলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। আগামীকাল ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রি-বোর্ড (টেস্ট) পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। সেকেন্ডারি অ্যাডুকেশনের অধিকর্তা আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসারে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির অবশিষ্ট প্রি-বোর্ড (টেস্ট) পরীক্ষাগুলি ১৪ ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ ডিসেম্বর বেশ কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩১ ডিসেম্বরের পর রাজ্যে অবৈধ ই-রিকশা চালানো যাবে না, জানালেন পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় রেজিস্ট্রেশন বহির্ভূত ই-রিকশা ৩১ ডিসেম্বরের পর রাস্তায় নামতে পারবে না। সাফ জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তাঁর কথায়, ই-রিকশাগুলিকে রেজিস্ট্রেশনে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে সকলকে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ই-রিকশাগুলির রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে আজ পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের পৌরোহিত্যে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিবালয়ে পরিবহণমন্ত্রীর অফিসকক্ষে আয়োজিত এই পর্যালোচনা সভায় রাজ্যের ই-রিকশাগুলি বৈধভাবে রাস্তায় চলাচল করার বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন পরিবহণমন্ত্রী।

তিনি বলেন, পরিবহণ দফতর ই-রিকশাগুলির রেজিস্ট্রেশন করানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই নির্দিষ্ট সময়সীমার পর রাজ্যে আর অবৈধভাবে ই-রিকশা চালানো যাবে না। যারা অবৈধভাবে ই-রিকশা চালাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি যারা অবৈধভাবে ই-রিকশা বিক্রি করেছে বা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও পরিবহণ দফতরের সচিবকে নির্দেশ দেন পরিবহণমন্ত্রী।

সভায় পরিবহণ দফতরের সচিব জানান, রাজ্যে বর্তমানে মোট ৫,৩৫৭টি ই-রিকশা রয়েছে।

এর মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৯৩৬টি ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি ই-রিকশাগুলির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেওয়ার জন্য পরিবহণ দফতরের সচিব ই-রিকশা মালিকগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের পর যে সব অবৈধ ই-রিকশা রাস্তায় চলাচল করবে সেগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে সভায় পরিবহণ সচিব জানিয়েছেন। সভায় পরিবহণ দফতরের প্রধানসচিব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধিতায় ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকাশে জনজাতি নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করলেন ক্যাব বিরোধী জনজাতি নেতারা। বৃহস্পতিবার ক্যাব বিরোধী যৌথ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ এবং আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং ত্রিপুরা পিপল ফ্রন্ট সভানেত্রী পাতাল কন্যা জমাতিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ওই বিলের প্রতি আবারো আপত্তি জানিয়ে সমাধানের আর্জি জানিয়েছেন। জনজাতি নেতাদের সাথে ক্যাব নিয়ে আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করে বাস্তবের সাথে সাযুজ্য রেখেই তাঁদের সমস্যার সমাধান করা হবে বলে টুইট বার্তায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন বৈঠক শেষে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের আবারো বিরোধিতা করেছি। এই বিল সংবিধান বিরোধী এবং ত্রিপুরায় ওই বিল লাগু হলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ত্রিপুরার প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল বলে জানিয়েছেন। তাই তাঁকে উপায় খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানিয়েছি।

এদিকে, ক্যাব বিরোধী যৌথ মঞ্চের কনভেনের এন্থনি দেববর্মা বলেন, আজ সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছে এবং আমরা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। তিনিও মনোযোগ দিয়ে আমাদের সমস্যা শুনেছেন। এন্থনি দেববর্মা বলেন, আমাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুনরায় আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এমনকি, বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। এন্থনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে আমাদের সমস্যা নিয়ে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। তবে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারছি না।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টুইট বার্তায় ত্রিপুরার জনজাতি নেতাদের সাথে ইতিবাচক আলোচনার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্ত্রীকে কুপিয়ে ঘায়েল করার দায়ে স্বামীকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করলেন স্বামী। শ্রীনগর থানাধীন মহেশখলা এলাকায় শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে অঞ্জন দেবনাথ তার স্ত্রী সোমা দেবনাথকে দা দিয়ে কুপিয়েছেন। প্রতিবেশীরা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। এদিকে, একাংশ উত্তেজিত জনতা ওই মহিলার স্বামীকে মারধর করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

স্থানীয় জনৈক অর্জুন দেবনাথ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। অবশ্য, প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। তাই প্রতিবেশীরা সেদিকে কর্ণপাত করেন না। তিনি বলেন, হঠাৎ ওই গৃহবধূর চিৎকার শুনতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখি মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তিনি জানান, তার স্বামী অঞ্জন দেবনাথের দায়ের কোপেই ওই গৃহবধূ রক্তাক্ত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করিয়েছেন।

এদিকে, স্থানীয় জনগণ এই খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে গৃহবধূর স্বামী অঞ্জন দেবনাথকে মারধর করে বেঁধে রেখেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করেছে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার অঞ্জন দেবনাথ জানান, তাদের বিয়ে হয়েছে চার বছর। তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। কিন্তু, এই চার বছরে স্ত্রীর যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রায়ই তার স্ত্রী বাড়িতে সকলকে গালিগালাজ করেন। আজ সকালেও তার মাকে জড়িয়ে গালিগালাজ করেছেন। তাই রাগের বশে ঘটনাটি ঘটেছে। শ্রীনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের স্ত্রী এখন বিপদমুক্ত, তাই তার বয়ান রেকর্ড করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৬৫ ▫ ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৭ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বন্‌ধের খেলা বন্ধ হউক

কয়েকটি উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির ডাকা অনির্দিষ্ট কালের বন্‌ধ বুধবার প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলিবার শর্তে তাঁহারা অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছেন। আসলে সম্মানজনক পশ্চাদপসরণে নেতারা তৎপর হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, বন্‌ধকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়াছে। কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক সুড়সড়ি কাজ করিয়াছে। এই বন্‌ধের কল্যাণে রাজ্যের কোথাও কোথাও জাতি উপজাতির মধ্যে এক অবিশ্বাস সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টির কারণে যে ক্ষতির মুখে রাজ্যবাসীকে পড়িতে হইয়াছে তাহা কিভাবে পূরণ করা হইবে? দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে এই বন্‌ধ অনেক খানিই ক্ষত করিয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রতিবাদ আন্দোলনেও আটকানো গেল না। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হইয়া গেল। এই বিলের প্রতিবাদে আসামেতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। কোথাও কোথাও কার্ফু জারি করা হইয়াছে। নাগরিকত্ব সংসোধনী বিল নিয়া জোর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উত্তর পূর্বাঞ্চলেই। দেশের অন্যনা স্থানে তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই।

বন্‌ধের সহজ রাজনীতি রাজনৈতিক দলগুলির অধিক ব্যবহারে তাহা ভোঁতা হইয়া যাইবার কথা। আগরতলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে মশাল মিছিল করিতে গেলে পুলিশ মারমুখী হইয়া উঠে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন এমনকি সংবাদ সংগ্রহে যাওয়া সাংবাদিকরাও পুলিলশের লাঠির ঘা খাইয়াছেন। পুলিশের লাঠিচার্জের নিন্দা ও শাস্তির দাবী জানানো হইবে। তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আরও পথ আছে। সেই পথে না গিয়া সেই সহজ পথ বৃহস্পতিবার ২৪ ঘন্টা বন্‌ধ ডাকিয়াছে কংগ্রেস। কথায় কথায় এই বন্‌ধের রাজনীতির এই সর্বনাশা খেলার পরিসমাপ্তি কোন পথে বলা মুশকিল। কংগ্রেসের মশাল মিছিলে পুলিশের বেধরক লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তো অনেক পথ আছে। কিন্তু, ঝট করিয়া ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকিবার মধ্যে রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা দেখা যায় না। এমনিতেই একের পর এক বন্‌ধে রাজ্যবাসী নাজেহাল। বাজারে পণ্যের সংকট দেখা দিয়াছে। জীবনদায়ী ওষুধের অভাবে কত রোগী বিপন্ন হইবে তাহার হিসাব কে রাখিবে। যাহারা দিন মজুর, রিক্সা শ্রমিক, খেটে খাওয়া গরীব অংশের বন্‌ধ তাহাদের জীবনে তো অভিশাপ নিয়া আসে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ঘোষণা দিয়া 'বন্‌ধ' প্রায় নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কোনও দল বন্‌ধ ডাকিলে তৃণমূল সরকার তাহা কঠোর হাতে মোকাবেলা করে। বন্‌ধ মানেই কর্মনাশা। অপূরণীয় ক্ষতি। বনধ ডাকা যেন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে খেলার মতো। বন্‌ধ বন্‌ধ খেলা। অন্য কোনও আন্দোলনে যাওয়ার হাটান নাই যে দলগুলির তাহারাই সহজ রাস্তা বন্‌ধ বাছিয়া নেয়। আগরতলায় মশাল মিছিলে পুলিশের বর্বরতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে আন্দোলন জারী রাখা যাইতে পারে। না, তাঁহার সহজ পথ বন্‌ধকে বাছিয়া নেন। এই বন্‌ধ খেলা আসলে বন্ধ হওয়া দরকার। প্রকৃত পক্ষে যেসব দল জনবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যেসব দলের মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি করিবার হিম্মৎ দেখাইবার দেখাইবার ক্ষমতা নাই তাহারাই বন্‌ধ ডাকিয়া অস্তিত্ব জাহিরে উদগ্রীব হয়। কয়েকদিনের লাগাতর বন্‌ধের রেশ ইতিমধ্যেই মিলিয়াছে। জ্বালানীর সংকট দেখা দিয়াছে, অন্যান্য পণ্য সামগ্রী না আসার আতংক বাড়িয়াছে। রেল ও জাতীয় সড়ক বন্‌ধের কারণে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে উঠিয়াছে। একের পর এক রেল বাতিল করা হইতেছে। সোজা কথায় এই বন্‌ধ জনজীবনে বিপর্য্যয় আনিয়া দিয়াছে। বন্‌ধ আহ্বানকারীরা তাহার বিন্দুমাত্রও কি বুঝিতেছেন না। এই পথ তো কার্য্যত আত্মঘাতি পথ। এই আত্মহনন হইতে কি আমাদের সহসা মুক্তি নাই? রাজনীতির সংকীর্ণতায় জনস্বার্থ এইভাবে লুন্ঠিত হইবে? বন্‌ধের কারণে যাহাদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল তাহা কি সহজে পূরণ করা যাইবে? এই ক্ষতি নিরসনে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ নিবে কিনা বলা মুশকিল। বন্‌ধ মোকাবেলায় রাজ্য সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পুলিশ প্রশাসনের সঠিক পদক্ষেপের অভাবও পরিস্থিতিকে ঘোরালো করিয়াছে। অতীতে আরও কঠিন পরিস্থিতিকে সরকার মোকাবেলা করিয়াছে। কিন্তু, বর্তমানে বন্‌ধকে ঘিরিয়া যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা যেকোনও সময় বিপজ্জনক হইয়া উঠতে পারিত। অল্পেতে ভয়াবহ ঘটনা হইতে রাজ্য রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু, যে ক্ষত সৃষ্টি হইযাছে, সম্প্রীতির মাঝে যে অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহাকে উপড়াইয়া ফেলা তো সহজ কাজ নহে। তবু, অশান্তির আগুনে জল সিঞ্চনের চেষ্টা তো করিতেই হইবে। যেকোনও মূল্যে শান্তি ও সম্প্রীতিকে রক্ষা করিতে হইবে। ছোট্ট পার্বতী রাজ্য ত্রিপুরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। বর্ধমান সমস্যা নিরসনে যেখানে উদ্যোগ চলিতেছে সেখানে একের পর এক বন্‌ধ সমস্ত প্রত্যাশাকেই দুমরাইয়া মুচরাইয়া দিতেছে। গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন চলিবে। কিন্তু, কোনও অবস্থাতেই বন্‌ধ বন্‌ধ খলাকে মানিয়া নেওয়া যায় না। বন্‌ধের খেলাকে মানিয়া নেওয়া যায় না। বন্‌ধের এই আত্মঘাতি খেলা অনেক ক্ষতির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্যাব ইস্যুতে জ্বলছে সমগ্র অসম, দিল্লির অনুষ্ঠান বাতিল করলেন ব্যথিত পাপন

গুয়াহাটি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) ইস্যুতে জ্বলছে সমগ্র অসম ঊ আর এই আবস্থায় দিল্লিতে শুক্রবারের অনুষ্ঠান বাতিল করলেন বলিউডের গায়ক অঙ্গরাগ মাহান্ত তথা পাপন ঊ এদিন পর পর ট্যুইট করে তিনি ওই অনুষ্ঠান বাতিলের কথা ঘোষণা করে বলেন, "রাজ্যের চতুর্দিকে কারফিউ জারি হয়েছে। আর যার কারণে অসম জ্বলছে, কাঁদছে!"শুক্রবার দিল্লির ইমপারফেক্টো শোরে শো ছিল পাপনের। কিন্তু সেই শো"তে তিনি যাবেন না। অসমের কঠিন পরিস্থিতির কারণেই এই অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউডের এই নামজাদা গায়ক।এদিন ট্যুইটে তিনি লিখছেন, "প্রিয় দিল্লি, আমি খুব দুঃখিত যে, আগামী কালের কনসার্টটি আমি বাতিল করছি। দিকে দিকে কারফিউর কারণ আমার রাজ্য অসম কাঁদছে, জ্বলছে। এই অবস্থায় আমি মানুষকে বিনোদন করার মত অবস্থাতে নেই।"ট্যুইটে পাপন আরও যোগ করেন, "আমি জানি ব্যাপারটা খুবই বেমানান। কারণ ইতিমধ্যেই অনেকে টিকিট কেটে ফেলেছেন। আশা করি শো"য়ের অর্গানাইজাররা সেই দিকটায় খেয়াল রাখবেন। তবে আপনাদের আশ্বাসিত করছি, আর একদিন ওখানেই অনুষ্ঠান করব। আপনারা আমার অসুবিধাটা বোধহয় অনুধাবন করতে পারছেন।"উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) ২০১৯ পাশ হওয়ার পর অসমের পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। গত দুদিনের পর আজ বৃহস্পতিবার কারফিউ কবলিত গুয়াহাটির পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্য রাজপথে ক্যাব-বিরোধী আন্দোলনকারীরা জ্বালিয়েন পুলিশের গাড়ি। নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই প্রতিবাদকারী। হামলা করা হয়েছে রাজ্যের পুলিশ-প্রধানের গাড়ির ওপর। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ক্যাব-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অখিল গগৈ গ্রেফতার যোরহাটে

যোরহাট (অসম), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উপদেষ্টা তথা বামপন্থী নেতা অখিল গগৈকে যোরহাট পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ৮.০০টা নাগাদ ক্যাব-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম হোতা অখিলকে যোরহাটের প্রাণকেন্দ্র থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, প্রিভেন্টিভ অ্যাক্ট-এর বলে কৃষক নেতা গগৈকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারফিউ ভঙ্গ করে যোরহাট জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে শতাধিক জনতাকে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়েছিলেন কৃষক মুক্তির নেতাটি। বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিনিয়র আইনজীবী জনৈক হেমেন বরার বাসগৃহে যাওয়ার সময় অখিল গগৈকে গ্রেফতার করে যোরহাট পুলিশ।

ধর্ষণ ও হত্যা হায়দ্রাবাদ পুলিশ প্রশ্নের মুখে

নারায়ণ দাস

রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চান সম্প্রতি ক্রোধ ও আবেগের বশে বলেছেন, ধর্ষণকারীদের সঙ্গে সঙ্গে পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিত। যে প্রেক্ষাপটে তিনি একথা বলেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। তেলেঙ্গোনার হায়দ্রাবাদের তরুণী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরে ফেলার ঘটনা প্রতিটি ভারতবাষীর মনকে নাড়া দিয়েছে---জয়া বচ্চান, একজন জনপ্রতিনিধি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যেমন নাড়া দিয়েছিল নির্ভয়া কাণ্ডের পর। তেলেঙ্গানার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, আবার উত্তরপ্রদেশের উন্নাত্তয়ের একজন তরুণীকে নির্যাতন করে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর অবশেষে হার মেনেছে সে। দেশের মানুষ নানাভাবে তেলেঙ্গানার এই নারীকয় কাজের নিন্দা করেছেন। মিছিল মিটিং করে ধিক্কার জানিয়েছেন, মোমবাতি জ্বালিয়ে তাকে স্মরণ করে আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। সেই সঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তার অপ্রতুলতার জন্য প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। এই আবেগ আরও কিছুদিন থাকবে। তারপর সময় এসে তার ওপর প্রলেপ দেবে। তখন সবাই চুপচাপ। সরকার যেমন চলছিল তেমনি চলবে, মানুষের নিরাপত্তাহীনতাও থাকবে। অপরাধীদেরও বিচারে হয়তো কঠোর শাস্তিই হবে। কিন্তু সমাজ থেকে এই জঘন্যতম অপরাধ মুছে যাবে না, যেতে পারে না। কারণ লোভ লালসা কিছু সমাজবিরোধীদের মনে থেকেই যাবে। সুযোগ এলেই তার নগ্ন প্রকাশ ঘটবে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, হায়দ্রাবাদে তরূর্ণ পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে অভিযুক্ত চারজন পুলিশের এনকাউন্টারে মারা গেছে। তাই নিয়েও দেশ সমর্থন ও বিরোধীতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে।

জয়া বচ্চান যে ক্রোধ ও ঘৃণা থেকে অপরাধীকে পিটিয়ে মারার কথা বলেছেন, তা হয়ত সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ আইন আছে, বিচারবব্যস্থা আছে, তাকে অস্বীকার করা হয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াও কেউ মেনে নেবে না। এখানে প্রশ্ন আসে কঠোরতম শাস্তি হলেই কি সমাজ এই ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে? এই ধরনের অনেক ঘৃণা ও পৈশাচিক কাজের জন্য, বিচারে অভিযুক্তদের কঠিনতম শাস্তি হয়েছে, ফাঁসিরহুমুক হয়েছে, আজীবন কারাদণ্ড হয়েছে, কিন্তু ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য কাজ কি সমাজে আর ঘটছে না? যখন সুযোগ আসে এই ধরনের কাজ করার তখন কী কঠোরতম শাস্তির কথা ভেবে এই কাজ থেকে কেউ বিরত থাকবে? কারণ পশুসুলভ মনোভাব তাকে পেয়ে বসে। তাই নারী ধর্ষণের মতো অপরাধ আর ঘটবে না তা কখনও বলা যায় না। তাহলে উপায়?

মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে, রাতবিরেতে চলাকালে তাদের নিরাপত্তার বলয়ে রাখাও সম্ভবন নয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা নিরাপত্তার অভাবে কথা বলি বটে, কিন্তু সবার জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। তবে একন মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে যে ঢিলেঢালা

ব্যবস্থা চলছে, তাও মেনে নেওয়া যায় না। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যায়, তার সুযোগও রয়েছে। তেলেঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, তরুণী পশু চিকিৎসক যখন আক্রান্ত হলেন, তখন ১০০ ডায়াল করে পুলিশের, সাহায্য চাইলেন না কেন? এখানে কতগুলি প্রশ্ন ওঠে—এমনও হতে পারে তিনি এই নম্বর ডায়াল করে কোনও সাড়া পাননি---অথবা তখন এমন অবস্থা ছিল সে মোবাইল ব্যবহার করার সুযোগও পাননি অথবা সুযোগ দেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতি হয়ত এমন হয়েছিল যে মহিলা চিকিৎসক প্রতিবাদ করেও নীরবে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, অথবা প্রাণে মারার হুমকি শুনে তিনি চিৎকার করতেও সাহস পাননি। অপরদিকে তাঁর বাবার অভিযোগও অস্বীকার করার মতো নয়। মেয়েকে না পেয়ে হন্যে হয়ে খুঁজে তিনি যখন থানায় মিসিং ডায়েরি করতে গেছেন, কোনও থানাই তা নেয়নি। মনের এই অবস্থা নিয়ে এক থানা থেকে আরেক থানায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। তাই বা হবে কেন? অভিজ্ঞতা বলে, চরম বিপদে পুলিশের সাহায্য মেলে কপাল ভাল হলে আর কপাল মন্দ হলে তার উল্টো।

২০১২ সালে খোদ রাজধানীর বুকে গণধর্ষণের মতো ভয়াবহ ঘটনার পর (নির্ভয়া কাণ্ড) চালু আইন সংশোধন করে ধর্ষণের শাস্তি কঠোর কথা হয়েছে। কিন্তু সারা দেশে ধর্ষণের মতো অপরাধ প্রায় প্রতিদিনই হয়ে চলেছে। তাই কঠোরতম শাস্তিই এর প্রতিকার নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেলেঙ্গানার ঘটনার পর বলেছেন, সাংসদরা চাইলে সংশ্লিষ্ট আইন আবার সংশোধন করে এই অপরাধ দমন ব্যবস্থা আরও কঠোর করা যেতে পারে। কিন্তু সবারই এক দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই ধর্ষণের ঘটনা কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায় অবিলম্বে তা গ্রহণ করা উচিত।

নির্ভয়া কাণ্ডের পর সংশ্লিষ্ট আইনে ধর্ষণের শাস্তি কঠোর করা ছাড়াও আরও কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা এখনও কার্যকরী করা হয়নি। মুশকিল হল, যখন এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের ঘটনা ঘটে, তখন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার উঠেপড়ে লাগে প্রতিকার হিসেবে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু সেসব শেষ পর্যন্ত কাগজে কলমেই থাকে। মানুষ যখন বিপদে পড়ল, তখন বলা হয়, এ ব্যবস্থা তো ছিল, তার সাহায্য নেওয়া হয়নি কেন? যেমন তেলেঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১০০ ডায়াল করে পুলিশের সাহায্য নেওযার কথা বলেছেন।

নির্ভয়া ঘটনার পর, অভিযোগকারীর হয়রানি ঠেকাতে বর্মা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, যে কোনও থানা জিরো আওয়ারে এফআইআর নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘটনাস্থল কোথায় তা কোন থানার আওতায় পনে তা বিবেচ্য নয়, অভিযোগকারীরা থানায় গেলে সঙ্গে সঙ্গে অফআইআর নিয়ে দ্রুত অপরাধীর পিছনে ছোটা, যার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো, যাতে তাকে প্রাণে বাঁচানো যায়। কিন্তু ২৭ নভেম্বর তেলেঙ্গানার ঘটনার পর আমরা কী দেখলাম? নির্যাতিতার বাবা এক থানা থেকে অন্য থানায় ছোটাছুটি করেও এফআইআর কেন, মিসিং ডায়েরি পর্যন্ত করতে পারেননি। অর্থাৎ যে থানায় তিনি গেছেন, সেই থানার অফিসারেরা তাকে বলে দিয়েছেন ঘটনাস্থল তাদের এলাকায় নয়। সুতরাং এই চরম বিপদেও তিনি পুলিশের সাহায্য পেলেন না। বিধি রয়েছে জিরো আওয়ারে কোনও থানার কর্তব্যরত অফিসার এফআইআর নিতে অস্বীকার করলে এবং তা প্রমাণিত হলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৬-এ ধারায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আর মিসিং ডায়েরি না নেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই উঠে না। এই যে থানার দায় এড়ানো, মানুষ বিপদে পড়লেও সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে, নানা প্রশ্ন তোলা, এটা কর্তব্যে অবহেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার সব ক্ষেত্রেই যে এই ধরনের 'দায় এড়ানো বলে, তাও বলা যাবে না।

এমনও দেখা যায়, বিপদে পড়ে থানার সাহায্য কেউ নিতে এলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে এগিয়ে এসে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে দেরি করে না। কিন্তু খুব কম সংখ্যক কেসে পুলিশের এই কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুলিশের মধ্যে যদি মানবিকতা বোধ জাগ্রত না হয় তখনই ঝামেলা এড়ানোর জন্য নানা কথা বলা হয়ে থাকে। এখন এর প্রতিকার কী? প্রতিকার আছে, আবার নেইও। পুলিশ যদি নির্যাতিতাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, তাহলে তা সমাজে ব্যাভিচার বাড়তেই থাকবে,ধর্ষণের মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যাবে না। নির্ভয়া কাণ্ড,

সম্প্রতি তেলেঙ্গানার ঘটনার মতো কিছু ঘটলেই দেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। সরকার নানা উপায় খুঁজতে থাকে কী করে প্রতিকার করা যায়? কিন্তু যারা প্রতিকার করবে, অর্থাৎ পুলিশ ,তারাই যদি দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় না দেয়, তাহলে তো প্রতিকারের রাস্তা বন্ধুই থাকবে। তাই দেখি ২০১২ থেকে ২০১৯ এই সাত বছরে ধর্ষণের ঘটনা দেশের অঙ্গরাজ্যগুলিতে একটার পর একটা ঘটেছে—আমরা কয়টির সম্বন্ধে তা বিশদে জানি? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর মতে, দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতাও লক্ষ্যণীয়?

আমরা কলকাতায় কী দেকি? বল াহয় এইশহরে একটু বেসি রাতে মহিলাদের চলাফেরায় নিরাপত্তায় ঝুঁকি আছে। গবীর রাতে এই ঘিঞ্জি শহরে বিভিন্ন 'চিহ্নিত' এলাকয় পুলিশের টহল। নজরদারি যথেষ্ট নয়। বিপন্ন মহিলাদের পাশে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে এসে দাঁড়াতে তেমন দেখা যায় না। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে, ১০০ ডায়াল করেও সাহায্য মেলে না। এমন কেসও রয়েছে ভুরি ভুরি। কখন সাহায্য মিলবে, কখন মিলবে না, পুরোটাই নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। কিন্তু বিপদ যখন আসে, তখন পুলিশের সাহায্য মিলবেই, তা ভেবেই তো এই নম্বরে ফোন করা। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে বলে থাকা যায়? কলকাতা পুলিশের এখ বড় কর্তার সাফাই যান্ত্রিক ক্রটির জন্য অনেক সময় ১০০ ডায়াল করেও অভিযোগকারীরা কোনও সাড়া পান না। কিন্তু পাওয়ার সংখ্যাই বেশি বলে থাঁর দাবি।

তেলেঙ্গানার ঘটনার পর কলকাতা পুলিশে কমিশনার সব থানাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও অভিযোগকারীবা কারিণী এলে স্থান কাল বিবেচনা না করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু থনার বড়বাবুরা সত্যিই কী ব্যবস্তা নেন? এই থানার অধীনে ওই ঘটনাস্থল পড়ে না—এই প্রশ্ন তোলেন না? কিন্তু আবার জরুরি অবস্থায় কোনও থানা কি জিরো আওয়ারে এফআইআর নেয়? কাগজেকলমে এই সুবিধে নেওয়ার কথা বলা আছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় না।

আমাদের স্মরণে আছে, বেশ কিছুদিন আগে প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া তথা অভিনেত্রী একটু বেশি রাতে বাড়ি যাওয়ার পথে, তার গাড়ি ঘিরে রেখে কিছু সুরাপায়ী যুবক তাণ্ডব চালায়। তিনি সাহায্য চেয়ে ময়দান থানায় গেলে তাকে বলা হয় যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তা এই থানার এলাকায় মধ্যে নয়। সুতরাং তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অপর একজন অভিনেত্রী শুটিং শেষে বাড়ি ফেরার পথে বেহালার একটি স্থানে কিছু উন্মত্ত পানাসক্ত যুবক তাঁর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে, তাঁর সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। অবশেষে তারাতলার থনার সঙ্গে যুক্ত একজন পুলিশ অফিসার তাঁকে সাহায্য করেন।

তেলেঙ্গানায় পশু চিকিৎসককে হত্যার খবরে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি কলকাতা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, শহরে রাতের টহল ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করতে। তবে কঠোর আইন করে ধর্ষণের মতো অপরাধ বশ করা যাবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন মানুষের মধ্যে সুব চেতনার উদয়। ধর্ষখরা পশুর চাইতেও অধম। পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের কিছু ধর্মীয় বাবারা ধর্ষক সেজে বসে আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কেস চলছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ধর্ষণ ঠেকাতে প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রয়োজন

আবু তাহের

ভারতবর্ষের মতো দেশ যে মহিলাদের জন্য মোটেও নিরাদ নয় তার প্রমাণ ইতিপূর্বে বহুবার পেয়েছি আমরা। নির্ভয়া কাণ্ড থেকে শুরু করে কামদুনি কাণ্ড, অসিফা থেকে উন্নাত্ত গণধর্ষণ বারবার আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে আর ধর্ষণ ও খুনের মতো নারীকয় ঘটনাও স্বাভাবিক হেডলাইন হয়েছে খবরের কাগজে, নিউ চ্যানেলে।

একটা মৃত্যু উপত্যকার দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ডাক্তার প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি আমাদের সেই মৃত্যু উপত্যকার স্বীকার হিসেবে একজন চরম নজির হয়ে রইলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রতিদিন গড়ে শয়ে শয়ে ধর্ষণ হচ্ছে। মহিলাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন হচ্ছে ঘরে এবং ঘরের বাইরে। মহিলাদের অধিকার নিয়ে বুলি কপচানো মানুষও নিজের বাড়িতে মহিলাদের খুব বেশি পরিমাণে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। মহিলাদের স্বাধীনতার নামে সোনার পাথরবাটি বিরাজ করে এই সমাজে। তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন, প্রশাসন, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার কেউই ধর্ষণকদের শাস্তির দাবিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে না। অথচ রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে তার দেশে বসবাসরত সমস্ত মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া। সেই নিরাপত্তা তো দূরে থাক, একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না। আমরা সেই ঘটনা ভুলে যাই। ভুলে যেতে বাধ্য হই। তার চেয়েও নারকীয়, তার চেয়েও নৃশংস, তার চেয়েও রোমহর্ষক, তার চেয়েও পাশবিক ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা সামনে চলে আসে।

আবার আমরা মেতে উঠি লোকদেখানো প্রতিবাদে। সেশ্যাল মিডিয়াতে অনেক হৈ চৈ হয়। আবার অন্য কোনও ইস্যু নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দোষীরা তখন আড়াল থেকে তির্যক ব্যঙ্গ ছুড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। বারবার দোষ করেও তাদের যেহেতু কোনও শাস্তিই হয় না, তাই তারা একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে। মেয়েদেরকে খেলনার পুতুল ভেবে যা ইচ্ছে তাই করে। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশে প্রতিদিন গড়ে ৬৭টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তাও এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল ২০১২ সালে। ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তরফে জানানো হয় সেই বছরে সর্বমোট ২৪৯২০টি রেপ কেস রিপোর্ট করা হয়েছিল। এ তো গেল প্রায় সাত বছর আগের কথা। তাও বহু বহু ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়নের কথা মহিলারা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। থানায় এসে রিপোর্ট করা তো দূরে থাকে, তাঁরা তাঁদের নিকটজনক কাছেও সেই ঘটনা খুলে বলতে পারেন না।

কারণ আমাদের এই সমাজে যত না খারাপ চোখে দেখা হয় ধর্ষককে, তার চেয়েও খারাপ চোখে মানুষ দেখে ধর্ষণের শিকার মানুষটিকে। শুদু মানুষের দেখার চোখ, নয় এর পরেও রয়েছে নানান সামাজিক বিধিনিষেধ এবং আরোপিত বাধ্যবাধকতা। মেয়েদের পক্ষে নরক হয়ে ওঠে সমাজ এবং পরিবার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের চলাফেরা তাদের চালচলন এবং পোশাক পরিচ্ছদ এবং বেশভূষা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করা হয়। পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয় এই সমস্ত বিষয়গুলিকে। তাই মেয়েরা পিছিয়ে যায়, তারা কুঁকড়ে থাকে। আক্রান্ত পুরুষকে সজোরে একটা লাথি মেরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা লাগে তাই হরণ করে নিয়েছে মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের তথাকথিত আইনের রক্ষক সমাজ, পরিবার ইত্যাদি। এই অবগুণ্ঠন, এই ঘেরাটোপ দূর করতে না পারলে মেয়েরা প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না। মেয়েদের নিজেদের ছিনিয়ে নিতে হবে এই স্বাধীনতা। আর পুরুষ জাতির উচিত তাদেরমা বোন স্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত সম্পর্কের মহিলাদের মানুষ হিসেবে উপযুক্ত সম্মান এবং যথার্থ মর্যাদা দেওয়া। এই শিক্ষাটা বাড়ি থেকেই শুরু করা দরকার। এক্ষেত্রে মায়েদের এক বিশেষ সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র মায়েদের ভূমিকা রয়েছে বলে বাবাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। পুরুষদেরও যথাযথভাবে নিজে সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব রয়েছে। একজন নারীকে আলাদা করে সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এক চোখে দেখার মতো মানসিকতা নিয়ে চলার মতো বীজ বপন করতে হবে নিজের সন্তানের মধ্যে। তবেই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের উপর সব দায় চাপিয়ে না দিয়ে নিজেদের মেয়েদের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা কিছুটা হলেও নিশ্চিত করা যাবে। পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব ছিল প্রভূত। কিন্তু রাষ্ট্রে হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা বিশেষ কিছু করেনি। উপরন্তু অনেক সময় রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণির লোকেরা প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে চেয়েছে। উন্নাত্ত কাণ্ডে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন বিজেপি বিধায়ক ছিলেন। সেই বিধায়ককে আড়াল করার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাঁধিয়ে দিয়ে প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে হয়। একটি গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পরে যারা ধর্ষকদের ধর্ম নিয়ে মতামাতি করে তারা এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে বরং ছোট করে দেখে। তাদের কাছে এত বড় ঘটনার চাইতেও বেশি প্রাধন্য পায় অভিযুক্ত হিন্দু না মুসলিম। কিন্তু সমস্বরে দোষীর শাস্তির জন্য তাদের চেঁচাতে দেখা যায় না। এইরকমভাবেই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানোর লক্ষে কিছু বিভেদকামী মানুষ এত বড় বড় ঘটনাকে ধর্মীয় রং চড়াতে চাইছে। কিছুদিন যাবত এই প্রবণতা ভয়ঙ্কভাবে বেড়ে গিয়েছে। হায়দ্রাবাদে ডাক্তার প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা এর সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রিয়াঙ্কা রেড্ডির গণধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার এক সপ্তাহকাল পেরিয়ে গেল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড়ই কি ধর্ষণের মতো ঘটনা কমাতে সাহায্য করবে? এর উত্তর অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে বলা যাচ্ছে না যে দেশে মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত কমেছে। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এমন সব নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষের হাতে কী রয়েছে যা আমরা করতে পারি? আমাদের হাতে হয়ত বিশাল ক্ষমতা নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তা হল নিজের পরিবারকে ঠিক রাখা। নিজের বাড়িতে মেয়েদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা। আমরা যেন প্রতি মুহূতে নিয়ন্ত্রণ সচেতন না হয়ে উঠি সন্তানদের প্রতি। সন্তানদের সঠিক উপদেশ বা পথ দেখিয়ে দেওয়া আমাদের অভিভাবক হিসেবে কর্তব্য কিন্তু তাই বলে এই নয় যে সন্তানের প্রতিটি গতিবিধির উপর কঠোর দৃষ্টিপাত এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করব। পিতা মাতার দেখানো পথে সন্তানরাও প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে আশা করা যায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

খালেদার জামিন আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন সর্বসম্মতিক্রমে পর্যবেক্ষণসহ খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ।

পর্যবেক্ষণে আপিল বিভাগ বলেছেন, যদি আবেদনকারী (খালেদা জিয়া) প্রয়োজনীয় সম্মতি দেন, তাহলে মেডিকেল বোর্ড দ্রুত তার অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের (বায়োলজিক এজেন্ট) জন্য পদক্ষেপ নেবে, যা বোর্ড সুপারিশ করেছে।

আদালতের বাইরে বিএনপিপন্থী ও সরকার সমর্থক আইনজীবীদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ আর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে খালেদার জামিন শুনানি শেষে আপিল বিভাগ জামিন আবেদনটি নিষ্পত্তি করে দেন।খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদনের ওপর এবং তার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে দুপুরে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের বেঞ্চ এই আদেশ দেন।বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরা হলেন-বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী, বিচারপতি জিনাত আরা, বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী ও বিচারপতি নুরুজ্জামান।আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট খুরশীদ আলম খান। খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন ও জয়নুল আবেদীন।এসময় রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা, মো, মোমতাজ উদ্দিন ফকির, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিত দেবনাথ, এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক, ড় মো. বশির উল্লাহ, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার। আরও উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, সাবেক মন্ত্রী সাহারা খাতুন, আব্দুল মতিন খসরু, কামরুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম আমিন উদ্দিন মানিক, আজহারুল্লাহ ভূঁইয়া।

খালেদার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, অ্যাডভোকেট এ জে মোহাম্মদ আলী, নিতাই রায় চৌধুরী, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, রুহুল কুদ্দুস কাজল, মো. কামরুল ইসলাম সজল, মোহাম্মদ আলী, সৈয়দা আসিফা আশরাফি পাপিয়া, নীলুফার ইয়াসমিন, মীর্জা আল মাহমুদ, ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী, সুমা, এহসানুর রহমান, ফায়াজ জিবরান, শায়রুল হক ও গোলাম আক্তার জাকিরসহ শতাধিক আইনজীবী।

খালেদার জামিন প্রশ্নে সকাল ১০টার পর শুনানি শুরু হয়। ১১টা থেকে ৩০ মিনিট বিরতির পর দুপুর ১টা পর্যন্ত টানা শুনানি চলে। দুপুর ১টার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা পরামর্শ করে আসি, জাজমেন্ট দেব। এরপর এজলাস ছেড়ে উঠে যান বিচারপতিরা। ছয় বিচারপতি মিলে ভেতরে ১৫ মিনিট পরামর্শ করে আবার ফিরে আসেন। এর পরপরই খালেদার জামিন খারিজ করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। এসময় পিনপতন নীরবতা ছিল এজলাস কক্ষে।শুনানি শুরু হওয়ার আগে সকাল ১০টা ১০ মিনিটের দিকে আদালতের কাছে খালেদা জিয়ার সর্বশেষ স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কিত মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন জমা দেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আলী আকবর। এরপর ১০টা ১৩ মিনিটের দিকে শুনানি শুরু হয়।প্রথমে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন নিয়ে কথা বলেন। পরে খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন তার বক্তব্য দেয়া শুরু করেন।শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন,এই আদালতের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা মানবিক কারণে খালেদা জিয়ার জামিন চাইছি। খালেদা জিয়া সুস্থ মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

আদালতকে জয়নুল আবেদীন বলেন,খালেদা জিয়ার অবস্থা এমন যে, তিনি পঙ্গু অবস্থায় চলে গেছেন। হয়তো ছয় মাস পর তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। এজন্য মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে জামিন দেয়া হোক।বেলা ১১টার পর আদালত বিরতিতে যান। বিরতির পর আবার শুনানি গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে জয়নুল আবেদীনের পর খালেদা জিয়ার অপর আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন শুনানিতে অংশ নেন। পরে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও দুদকের পক্ষে আইনজীবী খুরশীদ আলম খান শুনানি করেন। দুপুর ১টার দিকে শুনানি শেষ হয়। সোয়া ১টার দিকে আদেশ দেন আপিল বিভাগ।খালেদার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন শুনানিতে বলেন, খালেদা জিয়ার আত্মীয়-স্বজন তার সঙ্গে দেখা করেছে। আমরা তো আর পারি না। আমাদের দেখা করতে দেয় না। আত্মীয়-স্বজন দেখা করে এসে বলেছে, তার অবস্থা খারাপের দিকে। তিনি ভালো মানুষ জেলে গেলেন।এখন তার অবস্থা খারাপের দিকে। খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা দরকার। এজন্য মানবিক দিক বিবেচনা করে তার জামিন আবেদন করেছি।তিনি বলেন, তারা (মেডিকেল বোর্ড) তো বলেনি, খালেদা জিয়া হাঁটাচলা করতে পারে। স্টেজ ক্রিপলে (পঙ্গুত্ব) আছেন। ছয় মাসেও তার অবস্থার উন্নতি হয়নি। হয়তো পরের ছয় মাসে আরও খারাপ হবে। অবস্থা তো আর এমন না যে, তিনি (খালেদা জিয়া) জামিন পেলে পালিয়ে যাবেন।

শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন,তার (খালেদা জিয়া) এক মামলায় ১০ বছরের সাজা হয়েছে। অন্য মামলায় সাত বছর হয়েছে। তারা (খালেদার আইনজীবীরা) আবেদনে বলেছেন, ১৯৯৭ সালে একবার ও ২০০২ সালে একবার হাঁটু প্রতিস্থাপন করেছেন তিনি (খালেদা জিয়া)। তাহলে তো ন্যাচারালি তার হাঁটা রেস্টিকটেড হবে। (জিয়া) অরফানেজ মামলায় যেমন দ্রুত আপিল শুনানি করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এটাতেও দিতে পারেন।খুরশীদ আলম খান বলেন,আবেদনকারীর পক্ষে কয়েকটি মামলার উদাহরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের হচ্ছে অবৈধ সম্পত্তির মামলা। আর এটা (জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট) হলো ক্ষমতার অপব্যবহারের। তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে চ্যারিটির নামে টাকা আত্মসাত করেছেন। হাইকোর্ট অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে জামিন দেননি।তিনি আরও বলেন,মেডিকেল বোর্ড যদি উনার (খালেদা জিয়া) সম্মতি না পান, তাহলে চিকিৎসায় বোর্ড আর ডাক্তারের কী করার আছে? উনি তো সহযোগিতা করছেন না। এটাতে উনার একটা সমস্যা আছে। ডাক্তাররা উনাকে টাইম টু টাইম সব কিছু অবহিত করছেন। কিন্তু উনি তাতে সম্মতি দিচ্ছেন না। সব দিক বিবেচনা করে তার জামিন আবেদন খারিজের আরজি জানান খুরশীদ আলম খান।

এর আগে সকাল সোয়া ১০টায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ছয় বিচারপতির বেঞ্চে আপিল শুনানি শুরু হয়। এসময় সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মেডিকেল বোর্ডের পাঠানো প্রতিবেদন আদালতের কাছে পেশ করেন।গত ২৮ নভেম্বর খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা থাকলেও সেদিন তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা জানতে মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন চান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তা আদালতে আসার কথা ছিল।নির্ধারিত দিনে সেটি আদালতে না আসায় জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদার জামিন প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত এক সপ্তাহ পিছিয়ে যায়। প্রধান বিচারপতি সেদিন ১২ ডিসেম্বর শুনানির পরবর্তী তারিখ রেখে তার আগেই প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। প্রতিবেদন দাখিল না হওয়া নিয়ে সেদিন আদালতে ব্যাপক হইচই করেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা।আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক বুধবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়।

সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও খালেদা জিয়ার পক্ষের আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেনকে উদ্দেশ করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বলেন,আজকের খালেদার জামিন শুনানিতে উভয় পক্ষের ৩০ জন করে আইনজীবী থাকবেন।কিন্তু শুনানি শুরু হলে দেখা যায়, উভয় পক্ষের কেউই আপিল বিভাগের ওই কথা শোনেননি। সেই প্রসঙ্গেই প্রধান বিচারপতি উভয় পক্ষের আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন,আপনারা কেউ কথা শোনেননি। বিশেষ করে অ্যাটর্নি জেনারেলকে বলেন,আপনাদেরও কেউ কথা রাখেনি।জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দ-িত বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর আজ সকাল ১০টা ১০ মিনিটের দিকে আপিল বিভাগে শুনানি শুরু হয়। এরপর সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল খালেদা জিয়ার মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন আদালতে জমা দেন। সবার সামনে সেই খাম খোলা হয়। পরে আদালত তা দেখেন। দেখতে দেওয়া হয় খালেদার আইনজীবীদেরও।এর আগে সকাল ১০টা ৬ মিনিটের দিকে এজলাসে আসেন প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের অন্য বিচারপতিরা। এসময় আদালত খালেদা জিয়া ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন,আপনারা কেউ কথা শোনেননি।

খালেদার জামিন শুনানির আগের দিন, অর্থাৎ বুধবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় তিনটি মোটরসাইকেলে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আজ সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সকাল থেকেই যারা আদালতে ঢুকেছেন, তাদের প্রত্যেককে তল্লাশি করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশ করার সবকটি গেটে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।

খালেদার জামিন আপিল বিভাগে খারিজ হওয়ার বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সিনিয়র আইনজীবীরা ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।এক ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়ার আইনজীবী জয়নুল আবেদীন বলেন,এখন আদালত যে আদেশ দিয়েছেন, সেখানে কোনো রিজন (কারণ) উল্লেখ করা হয়নি। দেখব, কী কারণে আমাদের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। সে বিষয় দেখে আমাদের একটা সিনিয়র আইনজীবী প্যানেল আছে, ওই প্যানেলের আইনজীবীরা বসে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ইউনিভারসাল হেলথ কোভারেজ ডি পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

১৫ ডিসেম্বর প্রকাশ পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী এবং গণহত্যাকারী রাজাকারের তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। নানা জল্পনা আর কল্পনা শেষে অবশেষে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী এবং গণহত্যাকারী রাজাকার, আল বদর ও আল শামসদের তালিকা। আগামী ১৫ ডিসেম্বর (রোববার) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ তালিকা প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের তালিকা প্রণয়নের কাজ করছি। অবশেষে রোববার (১৫ ডিসেম্বর) এ তালিকা প্রকাশ করা হবে। তবে এটাই চূড়ান্ত তালিকা নয়। পর্যায়ক্রমে আরো তালিকা প্রকাশ করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, রোববার বেলা ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে রাজাকারদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করবেন।এর আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের তালিকার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে জামায়াত রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধিতা ও গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। এদের একটি তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিল। কারণ তাদের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তখন ভাতা দেওয়া হতো। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসার পর নিজামী-মুজাহিদরা সেই তালিকা খালেদা জিয়ার সহযোগিতায় সরিয়ে ফেলে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই বিরোধিতাকারী রাজাকার, আল বদর, আল সামসের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছি। জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তালিকা তৈরি করে পাঠাতে।চলতি বছরের ২১ মে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বেতনভোগী রাজাকারদের তালিকা সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) কাছে চিঠি প্রেরণ করা হয়। এর এক সপ্তাহ পর ২৮ মে আবারও চিঠি পাঠিয়ে এ তালিকা দ্রুত পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির গত ১ ডিসেম্বরের বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতারীদের তালিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এর আগে গত ২৫ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তালিকা তৈরির বিষয়টি সংসদীয় কমিটিকে জানায়।

জানা গেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের তালিকা এখনও পূর্ণাঙ্গ নয়। তবে মন্ত্রণালয়ের কাছে যে তালিকা গেছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ মেহেরপুর জেলার ১৬৯ জনের নাম পাওয়া গেছে। এর পাশাপাশি নড়াইলে ৫০ জন, শরীয়তপুরে ৪৪ জন, চাঁদপুরে ৯ জন এবং বাগেরহাটে একজনের নাম পাওয়া গেছে। যাদের প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করার ‘পুরস্কার’ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতা পেতেন।মন্ত্রণালয়ের কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী, শেরপুর, মাগুরা, গাইবান্ধা, খাগড়াছড়িতে কোনো বেতনভোগী রাজাকার ছিল না।

খালেদা জিয়ার জামিন খারিজ হওয়ার প্রতিবাদে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ হওয়ার প্রতিবাদে রাজধানীতে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথকভাবে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। তবে পুলিশের ধাওয়ায় এসব বিক্ষোভ মিছিল বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

জানা যায়, দুপুরে বাংলামোটর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রদল। এরপরই পুলিশ ধাওয়া দিয়ে নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।দুপুর দুইটার দিকে রাজধানীর বাংলামোটর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, মহানগর পশ্চিম ও মোহাম্মদপুর থানা বিএনপি এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিক্ষোভ করেছেন জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

এদিকে ,নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহিলা দলের নেতাকর্মীরা জড়ো হলেও বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করার কারণে তারা মিছিল করতে পারেননি।দলের চেয়ারপারসন কারাবন্দি ও অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়ার জামিন না হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে। এরপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকার তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার জামিন থেকেই কেবল বঞ্চিত করছে না, বরং শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ একজন বয়স্কা নারীকে সুচিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত করছে।আজকে জনগণের আশা ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল আদালত খালেদা জিয়াকে জামিন না দিয়ে জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। আমরা মনে করি সরকারের হস্তক্ষেপেই আদালত তা খারিজ করলেন।

প্রকৃত অর্থে এই আদেশের মাধ্যমে একটি খারাপ নজির স্থাপিত হলো।তিনি বলেন, আমি বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাই-এখন আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না। গণতন্ত্রের আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়াকে কারামুক্ত করতে সব বাধা উপেক্ষা করে রাস্তায় নামতে হবে।রিজভী বলেন, আমি আবারও অবিলম্বে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবি জানাচ্ছি।

ভারতের ঝাড়খন্ড থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। ভারতের ঝাড়খন্ড থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ লক্ষ্যে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী ও রংপুরের বিদ্যুৎতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বুধবার পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানিয়েছে,ভারতের ঝাড়খন্ড হতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাকষা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবনায় জানা গেছে, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গড্ডা জেলায় আদানি পাওয়ার (ঝাড়খন্ড) লিমিটেড (এপিজেএল) কর্তৃক নির্মাণাধীন ২৮০০ মেগাওয়াট (নেট ১৪৯৬ মে.ও.) কোল ফায়ার্ড থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করা এবং দেশের কৃষিজ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলসহ রাজধানী ঢাকার বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা।

সূত্র জানায়, রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার শিবগঞ্জে প্রকল্পটি স্থাপিত হবে। চলতি ২০১৯ সালের জুলাইতে শুরু হওয়া প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২২৫ কোটি ৪৯ লাখ ২২ হাজার টাকা।

এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ২১৬ কোটি ৩২ লাখ ৭২ হাজার টাকা এবং পিজিসিবি নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেবে ৯ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রহনপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)-মনাকষা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ বর্ডার) ২৮ কিলোমিটার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ করা হবে।

এ প্রসঙ্গ জানতে চাইলে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান জানান, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিজিসিবির মাধ্যমে ৩২০৪ সার্কিট কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৮ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হবে।

অমিত শাহের বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান বিএনপির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। বিএনপি সরকারের আমলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে উল্লেখ করে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি ও গৃহমন্ত্রী ভারতের লোকসভায় যে বক্তব্য দিয়েছে তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। দলের পক্ষে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ আহ্বান জানান। বুধবার বিকেলে ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অমিত শাহের প্রতি এ আহ্বান জানান তিনি। রিজভী বলেন, অমিত শাহ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে বিএনপিকে অভিযুক্ত করে ন্যাক্কারজনক বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন না থামার কারণেই নাকি ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনি বিল এনেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বিএনপির নাম উল্লেখ করে অভিযোগ তুলেছেন যে, এ আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন অনেক বেশি হয়েছে। অমিত শাহ সত্যভ্রষ্ট। অমিত শাহের দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা তার বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং ভিত্তিহীন এ অভিযোগ প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিজেপি যা বলে, তাই করে, দাবি রাজনাথের

পাকুর(ঝাড়খন্ড), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি যা বলে, তা করে দেখায় বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বৃহস্পতিবার ঝাড়খন্ডে নির্বাচনী প্রচারে এসে লিট্টিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হিরণপুর ফুটবল ময়দানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, অটলবিহারি বাজপেয়ী সরকার হোক বা নরেন্দ্র মোদী সরকার। এমনকি রাজ্যের রঘুবর দাসের সরকারও পুরোপুরি দুর্নীতি মুক্ত। কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি দুর্নীতির নজির তৈরি করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করাই যে কোনও প্রশাসনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মোদী এবং রঘুবর দাসের সরকার সেই কাজই চলেছে। গবিরদের দারিদ্রতা দূর করার জন্য নরেন্দ্র মোদী আবাস, শৌচালয়ে, গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করেছেন। আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পগুলি মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করেছে।

জনসঙ্ঘের আমল থেকে এক বিধান, এক প্রধান এবং এক নিশানের জন্য সরব হয়েছিল। কেন্দ্রে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। অযোধ্যার রাম জন্মভূমির সমস্যাও সমাধান করা হয়েছে। এখন অযোধ্যায় সুবিশাল রাম মন্দির তৈরি করা হবে। এয়ারস্ট্রাইক, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। দেশভাগ নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, জিন্নার চাপে পড়ে কংগ্রেস ধর্মের নামে দেশভাগের জন্য রাজি হয়েছিল। ধর্মের নামে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে নিপীড়িত হওয়া সংখ্যালঘুদের উদ্ধারের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন: তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ, ভোট ৬২.৩৫ শতাংশ

রাঁচি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হল। নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক বিনয় কুমার চৌবে সাংবাদিকদের জানান, ৮ জেলার ১৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটগ্রহণের পরিমাণ ছিল ৬২.৩৫ শতাংশ। নির্বাচনের ভোটের সময় সবচেয়ে বেশি ভোট হয় সিলিতে। সর্বোচ্চ শতাংশ ছিল ৭৬. ৯৮। তাই সর্বনিম্ন ছিল রাঁচিতে ৪৯.১। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, গতবারের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোটদানের পরিমাণ ছিল ১.৬৭ শতাংশ কম।

এদিন তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে বিজেপি রাজ্য দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক প্রকাশ বলেন, গত তিনটি দফায় ৫০ টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে এবং আমাদের বিভিন্ন উত থেকে আসা প্রাপ্ত তথ্য পরিষ্কারভাবে বলেছে জনগণের প্রবণতা বিজেপির দিকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে ফিরে আসবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠিত হবে। বিরোধীরা আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে রাজ্যের মানুষের ভালবাসা পাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি ভালভাবে সাধারণ মানুষ নিয়েছেন এবং পরবর্তী দুই দফায় ভারতীয় জনতা পার্টি বাকী ৩০ টি আসনে ভাল ফল করবে। এদিকে ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের শেষে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরা ব্যাপারে আশাবাদী ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা।

এদিন ভোটগ্রহণে পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় মহাসচিব সুপ্রিয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন তৃতীয় দফার নির্বাচনের পর এখন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সরকার তৈরি জন্য ৪১ আসনের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গিয়েছে। আগামী দুইটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণের পর হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে জোট সরকার নিশ্চিত ভাবেই গঠন হবেন। পাশাপাশি ধানবাদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভাকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খন্ডে এলে রাজ্যের কথা না বলে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কথা বলেন। জনসভায় দ্বিজাতি তত্বের কথা নরেন্দ্র মোদী বলেছেন। হিন্দু মহাসভা ও জিন্নার কথা বলেন যাদের জন্য ভাগ হয়েছিল দেশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিগবস ১৩ থেকে সরে যাচ্ছেন সলমন! কে আসছেন ''ভাইজান''-এর জায়গা দখলে

''বিগবস ১৩'' থেকে এবার সরে যাচ্ছেন সলমন খান।এই খবর এদিন গোটা দিন ধরেই বলিউডের আনাচ কানাচে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, সলমন এই শোয়ে আসবার পর থেকেই রকেট গতিতে টিআরপি চড়তে থাকে। তবে আচমকাই সলমন শো ছেড়ে যাচ্ছেন বলে খবর।''দাবাং '' স্টার সলমন জানিয়েছেন, তিনি নিজেই এই শো ছাড়তে চাইছেন। কারণ ''বিগবস'' এর সঞ্চালনা করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর বলে মনে হয়েছে সলমনের। সলমন খান এক সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে বলেন, এই শো সঞ্চালনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনের একটি দিক অন্য দিকের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে তিনি বিগবস ১৩ ছাড়তে চাইছেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সাল থেকে বিগবস-এর সঞ্চালনায় ছিলেন সলমন খান।একটি সূত্রের দাবি, বিগবস এর প্রতিযোগীদের ববহার নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ সলমন। তিনি ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন যেভাবে প্রতিযোগীরা নিজেদের মধ্যে খারাপ ব্যবহার করছেন,তা সহ্য করা অত্যন্ত ক্লান্তিকর।বলিউডের অলি-গলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, সলমনের জায়গায় বিগবস-এ আসতে চলেছেন ফারহা খান। বলিউডের নামী কোরিওগ্রাফার তথা পরিচালক ফারহা এবার ''ভাইজান'' সলমনের জায়গা নেবেন বলিউডে বলে খবর।

গুগলে সবচেয়ে সার্চড ছবি শাহিদের ''কবীর সিং''

হাজারো সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও আটকানো যাইনি ''কবীর সিং''-কে। ছবি মুক্তির পর থেকে বিতর্কের দানা বাঁধা শুরু হয়েছিল। তবে সেইসবে দাড়ি টেনে গুগলে সবচেয়ে সার্চড ছবি হল সন্দীপ রেড্ডি ভেঙ্গার ''কবীর সিং''! এই খবর সামনে আসতেই রীতিমতো চমকে গিয়েছেন নেটিজেনরা। ২০১৯-এর গুগল সার্চ ইঞ্জিনের সেরা ১০-এর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে শাহিদের এই বিতর্কিত ছবিটি। দৌড়ে ''অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম''কেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন অভিনেতা।এই বছরে জুনেই মুক্তি পেয়েছিল শাহিদ কাপুর অভিনীত ''কবীর সিং''। শাহিদের অভিনয় প্রশংসিত হলেও শুরু থেকেই ছিল বিতর্ক। তবে হাজারও বিতর্কের মাঝে এগিয়ে গেল সন্দীপ রেড্ডি ভেঙ্গার এই ছবিটি। তবে ''কবীর সিং'' যে হলিউডের ''অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম''কেও পিছনে ফেলে দেবে তা হয়ত কেউই ভাবতে পারেনি। সম্প্রতি গুগল ভারতে মোস্ট সার্চড-এর তালিকা প্রকাশ করেছে। আর সেই তালিকায় প্রথম স্থানে আছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। তৃতীয় স্থানে ''চন্দ্রযান ২'' এবং চতর্থ স্থানে রয়েছে ''কবীর সিং।'' যদিও ছবিটি চতুর্থ স্থানে থাকলেও বলিউড ছবির তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা।(আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে।গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নতুনসন্তান আসার সময় ২০ শতাংশ দম্পতি উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতায় ভোগেন। অন্য গবেষণার ফলাফল পার্থক্য দেখা গেলেও গুরুতব না দেওয়ার কারণে সমস্যাগুলো জটিল আকার নেয় তা তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা। এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ।

এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া।

লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

জেনে নিন অনিয়ন্ত্রিত কান্নার পেছনে কারণগুলো

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ আপনি কি অল্পেই কান্নাকাটি করেন? মনোবিদরা বলছেন আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে শোক সামলানোর জন্য কান্না জরুরি। মনের দুঃখ চেপে রাখলে তাতে খারাপ ফল হতে পারে। কিন্তু অনেকেই সহজে কেঁদে ফেলেন। সামান্য বিষয়েও অনেকের চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নামে। এসব ক্ষেত্রে কোনও বড় ধরনের সমস্যা থাকতে পারে। জেনে নিন অনিয়ন্ত্রিত কান্নার পেছনে কারণগুলো- সিউডোবুলবার এফেক্ট মস্তিষ্কে কোনো ধরনের আঘাত লাগা বা মস্তিষ্কের যে অংশে অনুভূতির প্রক্রিয়া চলে সেখানে কোনও সমস্যা দেখা দিলে সিউডোবুলবার এফেক্ট নামের স্নায়বিক সমস্যাটি দেখা যায়। তা কান্নাকাটির প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী হতে পারে। শুধু তাই নয়, হঠাত করে কান্নাকাটি, অনিয়ন্ত্রিত হাসি বা অকারণে রেগে যাওয়াটা হতে পারে এই এফেক্টের দোষ। স্ট্রোক, মাথায় আঘাত, ডেমেনশিয়া এসব সমস্যায় এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।ডিপ্রেশন ডিপ্রেশনে আক্রান্ত একজন মানুষের সর্বক্ষণই বিষাদ বা অসাড় অনুভূতি হতে পারে ও অকারণেই কান্নার বেগ আসতে পারে। এমন অনুভূতি ও হুটহাট কান্না দেখা দিলে আপনি ডিপ্রেশনে আক্রান্ত কিনা তার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো। বিষণ্ণতার পাশাপাশি থাকতে পারে দুঃখবোধ, হতাশা, শূন্যতা, উতসাহ হারানো, ঘুমের সমস্যা ও ক্লান্তি। অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি থেকে দেখা দিতে পারে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, খিটখিটে মেজাজ, মনোযোগের অভাব ও কান্নাকাটি। অ্যাংজাইটি থাকলে একজন মানুষ সহজেই বিচলিত হয়ে কেঁদে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও মনোবিদের সাহায নেওয়া উচিত। ট্রমা যে সব মানুষ অল্প বয়সে অত্যাচার সহ্য করে বা ভয়াবহ কোনও ট্রমার মুখোমুখি হয়, তাঁরা সহজেই কেঁদে ফেলতে পারেন। এটা তাঁদের স্নায়বিক একটি সমস্যা। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আলাদা। কেউ যেমন শত কষ্টেও চোখের জল ফেলে না, তেমনি কেউ আবার চোখের জল ফেলতে এক সেকেন্ডও সময় নেন না। শারীরিক দিক দিয়ে মস্তিষ্কের গঠনের কারণেও একটি মানুষের কান্নার প্রবণতা বেশি হতে পারে। তাঁদের ব্যক্তিত্বই সংবেদনশীল।স্ট্রেস স্ট্রেসে থাকলে নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা বাড়ে। পারিবারিক জীবন বা কর্মক্ষেত্র- যে কোনো পরিস্থিতিতেই স্ট্রেস কান্নার প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে। হরমোন হরমোন আমাদের শরীরের ক্ষুধা, প্রজনন, মেজাজ ও আবেগ এসবই নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সময়ে শরীরে হরমোনের ওঠানামা ঘটে। যেমন পিরিয়ডের আগে, সন্তান জন্ম দেওয়ার পর, বা মেনোপজের সময়ে। এসব সময়ে একজন মহিলা সহজেই কান্নাকাটি করতে পারেন।সামাজিক প্রভাব কান্নার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বেশি দেখা যায়। কারণ সামাজিক প্রভাবেই মহিলারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নরম স্বভাবের হন। সমাজের প্রভাবে একজন পুরুষ ভাবতে শেখেন কান্নাকাটি করাটা মেয়েলি ব্যাপার। অন্যদিকে মেয়েরা ধরে নেন কান্না চেপে রাখার কোনো দরকার নেই তার।

চার দিনের শেষে কত আয় করল প্রভাসের সাহু?

ফিল্ম ডেস্কঃ প্রথম দিনেই একধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল সাহু। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল। তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিল এই ছবি। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা। অর্থাত এইভাবে চললে ৫ দিনেই ঢুকে যাবে ১০০ কোটির ক্লাবে।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টাকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাস্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে।অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাস্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাস্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাস্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন। তিনি পরামর্শ দেন দ্বিতীয় বারের জন্য যদি শিশুকে খাবার দিতেই হয় তবে যেন তা ২০ মিনিট পরে দেয়া হয়, কারণ অন্ত্রের স্যাটাইটি হরমোন বা পরিতৃপ্তি হরমোন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা মস্তিষ্ককে বলে যে পাকস্থলী পূর্ণ আছে। এই খাবার প্রায় ২২ ফিট অন্ত্রের মধ্য দিয়ে পার হলে এ ধরনের হরমোন সংকেত মস্তিষ্ক পায় এবং তাতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লাগে। এরপরও যদি কোন শিশু ২০ মিনিট পর খেতে চায় তাকে তখন খাবার দেয়া যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অন্য কোন খেলা বা কাজে মনযোগী হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরেকটি হাতিয়ার হল ব্যায়াম। এটা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রাকমিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেবলমাত্র নিয়মিত ব্যায়ামই উপকারি। আর শিশুদের শুধু উৎসাহিত করা নয় বরং শিশুদের সাথে মা-বাবারও অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ব্যায়াম হচ্ছে কর্টিসল নিঃসরণ কমানোর একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় যা ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে স্থূলতা ত্বরান্বিত করে। স্থূলতা কমাতে জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তনই স্থূলতার বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্র। এটা সবচেয়ে সত্য, সহজ আর নিরাপদ পদ্ধতি।

তালাইভার জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন ভক্তরা

দক্ষিণী ছবির কিংবদন্তি তারকা রজনীকান্ত। বয়সে প্রবীণ হলেও ''অ্যাকশন হিরো''-র ভূমিকায় এখনও অক্লান্তভাবে অভিনয় করে চলেছেন এই সুপারস্টার।এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ৬৮ পেরিয়ে ৬৯- এ পা রেখেছেন তিনি। এ বয়সেও যে রজনীকান্ত সকলের নয়নের মণি, তা আবারও প্রমাণ দিলেন তিনি। এদিন তার জন্মদিনে ভক্তদের পাশাপাশি দেশের ছোট ও বড় পর্দার তারকাদের শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন।সকাল থেকেই ট্যুইটারে উপচে পড়ছে অভিনেতা রজনীকান্তের জন্য তর অগণন ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা বার্তা।

প্রাণের হিরোকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি নিজেরাও বুঁদ হয়ে থেকেছেন থ্যালাইভাতে।

১৯৭৫ সালে ''অপূর্বা রাগাঙ্গাল'' নামের একটি ফিল্ম দিয়ে তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন রজনী। এই ছবি তিনটি জাতীয় পুরস্কার জেতে। সেই শুরু। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

হাসপাতালে ভর্তি জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী, ছাড়তে পারেন বিগ-বস ১৩

মুম্বই: বিগ-বস ১৩-র হাউস থেকে বেড়িয়ে যেতে পারেন টেলিভিশন অভিনেত্রী দেবলীনা ভট্টাচার্য। তিনি এরইমধ্যে শো-ছেড়ে হাসপাতালে চিকিতসাধীন। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, দেবলীনা পিঠের ব্যাথা বাড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিছুদিন যাবত অভিনেত্রী বিগ-বস রিয়্যালিটি শো-এর বিভিন্ন টাস্ক এবং অন্যান্য ভারি কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখছিলেন বলেই জানা গিয়েছে।বিগ বস খবরির খবর অনুযায়ী দেবলীনা পিঠের ব্যথা বা আঘাতে এই মুহূর্তে জর্জরিত। যে কারণে চিকিতসকেরা তাকে সম্পূর্ণ বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। ''বিগ বস খবরির'' এই পোস্টে রীতিমতো টেনশনে রয়েছে ফ্যানেরা।২০১৭ সালে দেবলীনা ভট্টাচার্যর নানাবতী হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন। এবার তিনি গুরুতর পিঠে ব্যাথা নিয়ে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বিগ-বস সেটে কোন টাস্কে অংশগ্রহণ করতে গিতেই তিনি আহত হয়েছেন।অন্যদিকে বিগ বসের কথাই যদি বলা যায় তাহলে এন্টারটেইনমেন্টে ভরপুর এখন বিগ বসের ঘর। সিদ্ধার্থ শুক্লা এবং রেশমি দেশাই, এই দুজনের মধ্যে ধীরে ধীরে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই একটি কাজের সময় এই দুজন একটি রোম্যান্টিক ভিডিও তৈরি করেন। যে ভিডিওটি ডিরেক্ট করেছেন শাহনাজ গিল। সিদ্ধার্থ ও রেশমীর রোম্যান্টিক ভঙ্গি দর্শকরা ভীষণ পছন্দও করছে।শুক্রবার দিনের শেষের দিকে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে, দেবলীনা বাদ পড়তে পারেন বিগ-বসের ঘর থেকে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও তিনি দ্রুত সেরে উঠতে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেই স্বইচ্ছায় বিগ-বসের সেট ছেড়েছেন, তেমনটাই জানা গিয়েছে। এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যেই ফিরবেন বলে আশাবাদী অভিনেত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, চোট সারিয়ে ফের বিগ বসের ঘরে ফিরে আসতে পারবেন তো তিনি?

সম্পর্ক ভাঙতে চেয়েও ভাঙতে পারছেন না! কি করবেন জেনে নিন

পৃথিবীতে কোন সম্পর্কই ভেঙে যাওয়ার জন্যে গড়ে উঠে না। তারপরও ভেঙে যায়। সব সম্পর্ক জীবনের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তার নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না।তাই বলে সেই সমাপ্তিটা যেন খুব বাজে ভাবে না হয়, সেই দিকটাও খেয়াল রাখা উচিত। বিষয়টা দুজনেরই মাথায় থাকতে হবে। নয়তো একটা ভালো সম্পর্ক রুপ নিতে পারে চরম শত্রুতায়।প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা করতে পারেন:বিচ্ছেদটি হতে পারে চিঠি, এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে-সম্পর্ক বিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়া দুজনের একই রকম হবে এমনটা নয়। কারও জন্য ভালো কাজ হতে পারে, আবার কারও জন্য কালবৈশাখি ঝড়ের মতো হতে পারে। তবে সম্পর্ক ভাঙার অবস্থায় যিনি নিজের মনের কথা বলতে পারেন না বা ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন না তার জন্য চিঠি লেখা, এসএমএস বা ই-মেইল করার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কারণ এর মাধ্যমে তিনি তার অনুভূতির বিশদ বর্ণনা দিতে পারবেন। আবার যিনি বাগ-বিতণ্ডা বা সংঘাত এড়িয়ে চলতে চান, তার জন্যও এটি সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। কিছু লিখিত শব্দ যদিও সম্পর্ক ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়, তবু অনেকের জন্য এটি খুব ভালো কাজ করেছে।মাজিক যোগাযোগের সাইটে সম্পর্কচ্ছেদ এড়িয়ে চলতে হবে-সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন সাইটে ফেসবুক, ট্যুইটার বা বিভিন্ন সাইটে আপনি যখন আপনার স্টেটাস, ছবি বা কোন ধরনের কমেন্ট পোস্ট করেন, তখন ভাববেন না এসব শুধু আপনারা দুজনে দেখছেন। আগে যেমন সবাই দেখতো, এখনও সবাই দেখছে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, আপনাদের সম্পর্কচ্ছেদ নিয়ে পরিচিত, কম-পরিচিত, ছোট-বড় সবাই হাসাহাসি করুক। সেজন্য এসব বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এসব সাইট এড়িয়ে চলুন।ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগোতে হবে-সম্পর্ক ভাঙার সবচেয়ে ভালো পথ হলো ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে এগোনো। এর অর্থ হলো সঙ্গীকে বোঝানো যে, আমাদের সম্পর্কটি আর আগের মতো কাজ করছে না।

শীতের বাড়তি যত্নে গ্লিসারিন

শীত আসতে শুরু করেছে এই সময়ই দেখবেন আপনার চুল রুক্ষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাত-পা-মুখও খসখসে হতে শুরু করেছে।শীতে গ্লিসারিন আপনার সঙ্গী করুন। এই গ্লিসারিন দিয়েই আপনি আপনার রূপচর্চার সবকিছু করতে পারবেন, সঙ্গে রাখতে হবে আরও কিছু উপাদান। গ্লিসারিন সম্পর্কে বলতে গেলে কম বলা হবে। আপনিও নিশ্চই এর ব্যবহার সম্পর্কে কম-বেশি জানেন। কিন্তু অনেক সময় অনেক বেশি জানাও কম হয়ে যায়।পনার পা ফেটে যাওয়া, আপনার হাতের ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, আপনার মুখের ত্বকে লাবণ্যতা না থাকা সবকিছু আপনার সঠিক উপায়ে সঠিক উপাদান ব্যবহার না জানার কারণে হয়ে থাকে। আসুন জেনে নেই শীতে ত্বকের যত্নে গ্লিসারিন কেন ব্যবহার করবেন।হাত-পায়ের যত্ন: এক চা চামচ বেকিং সোডা, এক চা চামচ গ্লিসানির, এক চা চামচ গোলাপজল, ২চা চামচ মুলতানি মাটি, ২ চা চামচ ব্রাউন সুগার- সব একসঙ্গে মিশিয়ে একদিন পরপর আপনার হাত, পা ও মুখে লাগিয়ে সার্কেল এন্টি সার্কেল করে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। এতে আপনার ত্বক কয়েক মিনিটেই উজ্জ্বল, নরম ও মর্সৃণ হয়ে যাবে।মুখের যত্ন গ্লিসারিন: এক ফুটিয়ে নিন ভালোভাবে। এরপর গোলাপের পাপড়িগুলো ফুটন্ত জলতে দিয়ে ঢেকে দিন। জলটা পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ছেঁকে গোলাপজল ও গ্লিসারিন মিশিয়ে বোতলে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। যখনই হাত, পা, মুখ ধোবেন এই ঠাণ্ডা জ্ টোনার হিসেবে ব্যবহার করবেন।শীতে প্রতিদিনের যত্নে এক বোতল গ্লিসারিন, এক বোতল গোলাপজল, এক চিমটি কর্পুর মিশিয়ে রেখে দিন। সারাদিন যতবার হাত-পা ধোবেন ততবার এবং অবশ্যই রাতে ঘুমানোর আগে একবার এই মিশ্রণ হাতে-পায়ে লাগিয়ে নিন। আপনার হাত-পা মসৃণ থাকবে।চুলের যত্নে গ্লিসারিন: এক চা চামচ নারকেল তেল, এক চা চামচ গ্লিসারিন, এক চা চামচ অলিভ অয়েল, এক চা চামচ মধু মিশিয়ে চুলের গোড়া থেকে সামনের অংশ এবং হালকাভাবে এক ঘন্টার জন্য শ্যাম্পু করুন। আপনার চুলের সমস্যা হবে না, আপনার চুলও সুন্দর হবে।

বৃহস্পতিবার ঝারখন্ড বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রদানের পর ভোটাররা। ছবি- পিআইবি

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে স্বাগত জানাল রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

নাগপুর, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের উচ্চকক্ষে রাজসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, মুসলমান প্রভাবিত বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে নিপীড়িত হওয়া সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশজুড়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ সম্মানজনক জীবন পাবে। এই বিল পাশ হওয়াটা উদ্বাস্তুদের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় যখন পাকিস্তান থেকে আসা এক হিন্দু উদ্বাস্তু নিজের মেয়ের নাম 'নাগরিকতা' রেখে দিয়েছে। তিনি নিজের মেয়েকে ভারতের মেয়ে বলে অভিহিত করেছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিষ্টানদের ন্যায় দেওয়া কাজ যা বহু দশক ধরে অসম্পূর্ণ ছিল, তা এই পদক্ষেপের ফলে পূর্ণ হল। ১৯৫০ সালের তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভারত পূরণ করলেও। দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তান তা পূরণ করেনি।

ফলে পারিনাম স্বরূপ সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর অসহনীয় অত্যাচার হয়েছে। অত্যাচারিত পরিবারগুলি পালিয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই বিল সেই সকল নিপীড়িত উদ্বাস্তুদের সম্মানজনক জীবন দেবে। চুক্তিতে দুই দেশে থাকা সংখ্যালঘুদের সম্মানজনক জীবন এবং অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে বুধবার রাতে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল।

সিএবি অসমের ভূমিপুত্রদের স্বার্থ বিরোধী নয়

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) সিএবি নিয়ে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এই প্রতিবেদন।

মিথ: সিএবি 'অসম চুক্তি' একত্রিত করেছে

বাস্তব: কেন্দ্রীয় সরকার অসম চুক্তি বাস্তবায়িত করেত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা অসমের জনগণের কাছে সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অসম চুক্তির বাস্তবায়ন নিরীক্ষণের জন্য এমএইচএ-তে একটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। সিএবি অসম চুক্তির বাস্তবতা হ্রাস করে না অবৈধ অনুপ্রদেশকারীদের সনাক্ত / নির্বাসনের জন্য নির্ধারিত ২৪ শে মার্চ, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। সিএবি হ'ল একটি বিশেষ আইন, মানবিকতার ভিত্তিতে চিহ্নিত কয়েকটি সংখ্যালঘুদের উদ্বেগের সমাধান করার উদ্দেশ্যে। সিএবির কোনওভাবেই ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত অসম চুক্তিকে হ্রাস করে।

মিথ: সিএবি অসমের ভূমিপুত্রদের স্বার্থবিরোধী

বাস্তব: সিএবি অসম কেন্দ্রিক নয়। এটি গোটা দেশের জন্য প্রযোজ্য। সিএবি অবশ্যই জাতীয় নাগরিকপঞ্জী / এনআরসি-র বিরোধী নয়, যা ভূমিপুত্রদের সম্প্রদায়গুলিকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সংশোধন করা হচ্ছে।অসমের ভূমিপুত্রদের সুরক্ষার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার অসমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি কমিটি গঠন করেছে। অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা বাস্তবায়নের পদক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক, আইনসভা ও প্রশাসনিক সুরক্ষা রাখা হয়েছে।

মিথ : ৩৭১ অনুচ্ছেদের বিধান লঙ্ঘন করবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল

বাস্তব : এই বিলের দরুণ ৩৭১ অনুচ্ছেদের কোনও বিধান লঙ্ঘিত হবে নাউ উত্তর-পূর্বের মানুষের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিচয় রক্ষা করা হবেউ

মিথ : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিধানগুলি উত্তর-পূর্বের উপজাতি অঞ্চলগুলিতে প্রযোজ্য

বাস্তব : নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী অসম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার উপজাতি অঞ্চলগুলিতে প্রযোজ্য হবে না, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভুক্তউ

মিথ : 'আভ্যন্তরীণ লাইন পারমিট'-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে

বাস্তব : 'আভ্যন্তরীণ লাইন' পারমিটের আওতায় নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছেউ বুধবার ঘোষিত অনুযায়ী মণিপুরকেও আভ্যন্তরীণ লাইন পারমিটের আওতায় আনা হবেউ

মিথ : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের লক্ষ্য হল অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধা প্রদান করা

বাস্তব : বিগত ৭০ বছর ধরে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিতদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হল এটিউ মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃত শরণার্থীদের টার্গেট করা, অনুপ্রবেশকারীদের নয়উ

মিথ: বাঙালি হিন্দুরা অসমের বোঝা হয়ে উঠবে

ঘটনা: সিএবি পুরো দেশের জন্য প্রযোজ্য। ধর্মীয় নিপীড়নের মুখোমুখি ব্যক্তিরা কেবল মাত্র অসমে বসবাস করবে না। তারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বসবাস

করছেন। এ হিসাবে, অসমকে অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হবে এই আশঙ্কাটি একেবারেই ভুল। পাশাপাশি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাসকারি বাঙালি হিন্দুরা অসম রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

মিথ: সিএবি নতুন করে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসবে

বাস্তব: দেশ বিভাগের পরে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তীব্র নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিল এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে হিন্দুদের জনসংখ্যার ২৮ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮। এভাবে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু ইতিমধ্যে দেশ থেকে চলে এসেছেন। পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশে তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমে এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বৃহত্তর আকারে স্থানান্তর এখন এক দূরবর্তী সম্ভাবনা। তদুপরি, ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের কাট-অফ তারিখ রয়েছে এবং কাট-অফ তারিখের পরে ভারতে আসা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সিএবি-র অধীনে কোনও সুবিধা পাবে না। ফলে এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে কোনও অনুপ্রবেশকারি আসবে না।

মিথ : সিএবি বাংলাভাষী মানুষের আধিপত্য বিস্তার করবে

বাস্তব: হিন্দু বাঙালি জনসংখ্যার বেশিরভাগ লোক অসমের বারাক উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছে, যেখানে বাঙালকে দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দু বাঙালিরা বিচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছে এবং অসমিয়া ভাষায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাই বাংলাভাষীদের দ্বারা অসমীয় উপর ভাষাগত আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নই ওঠে না। বর্তমানে দুই ভাষা-ভাষীর মানুষদের মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী যা সিএবি পাস হওয়ার পরেও অব্যাহত থাকবে।

মিথ : সিএবি অসমের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ লঙ্ঘন করবে

বাস্তব : অন্যদিকে থেকে আসা সংখ্যালঘুদের জন্য সিএবি। এতে অসমের সংখ্যালঘুদের কোনও সম্পর্ক নেই। সংসদে দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গ্রেট ব্রিটেনে চলছে সাধারণ নির্বাচন, শুক্রবার ফল ঘোষণা

লণ্ডন, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্রেক্সিটকে কেন্দ্র করে ফের সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন গ্রেট ব্রিটেন উ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়েছে ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও নর্দান ইরিল্যান্ডে সাড়ে ছয়শর বেশি আসনের ভোটগ্রহণ উ আজ ভোটগ্রহণ শেষ হলেই শুরু নবে গণনা উ শুক্রবার সকালের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাচনের অধিকাংশ ফল ঘোষণা করা হবে বলে খবরে জানা গেছে। প্রত্যেকটি আসনে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থীই নির্বাচিত হবেন। এভাবে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের ৬৫০ জন এমপিকে বেছে নেয়া হবে।

নাগরিকপঞ্জি: ২০ ডিসেম্বর দলীয় বৈঠকে মমতা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স): 'নাগরিকত্ব-সংশোধনী বিল' নিয়ে ২০ ডিসেম্বর দলীয় বৈঠক করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গেছে, দলের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

রাজ্যসভায় পাস হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বিল পাশের নেপথ্যে পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই যে যোগ রয়েছে, তা সংসদে স্পষ্ট গিয়েছে অমিতের শাহের ভাষণে। যেভাবে একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছে তাঁর কথায়, তাতে এটা অন্তত বলাই যায় এবার নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী নিয়ে জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়তে চলেছে বিজেপি। বিজেপি শিবিরের প্রচারের কীভাবে মোকাবিলা করতে পার্টি লাইন ঠিক করে দেবেন খোদ দলনেত্রী। এই অবস্থায় নতুন রণকৌশল স্থির করতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। যার জন্য দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মানুষের মতামত জানতে আগ্রহী নেত্রী। তার ওপরে ভিত্তি করেই রাজনীতির ময়দানে লড়াইয়ের

ছয়ের পাতায়

এনআরসি ও সিএবি-এর বিরোধিতা বীরভূমে, রেল ও পথ অবরোধ

মুরারই, ১২ অক্টোবর (হি. স.) : লোকসভা ও রাজ্যসভা, দুই সভাতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ পাশ হয়ে এখন আইনের পথে। আর এই সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার আগে ও পর থেকেই আসাম, ত্রিপুরার মত রাজ্যে একের পর এক প্রতিবাদ, বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোথাও সেভাবে প্রতিবাদ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এনআরসি ও ক্যাবের বিরোধিতায় বীরভূমের মুরারইয়ে দেখা গেল চরম বিরোধিতা। শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল, রেল অবরোধ থেকে শুরু করে পথ অবরোধ। বঙ্গীয় সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

এদিন সকালে মুরারই বাজার থেকে অজস্র প্রতিবাদী মানুষকে নিয়ে এই মিছিল শুরু হয়। তারপর ঘন্টাখানেক পথ অবরোধ করা হয় রামপুরহাট থেকে রাজগ্রাম যাওয়ার রাস্তায় মুরারইয়ের ভাদিশ্বর মোড়ের কাছে। এখানেই শেষ নয়, এরপরই আবার রেলস্টেশন আধঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের মূল বক্তব্য, 'ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব বিল লাগু করা হয়েছে। এই বিল প্রত্যাহার না করলে আমাদের আন্দোলন চলবে, আজ আমাদের আন্দোলনের শুরু।' বিক্ষোভকারীদের এই অবরোধের ফলে পথ চলতি সাধারণ মানুষদের সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এলাকায় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে তার জন্য মুরারই থানার পক্ষ থেকে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সিএবির আইনি পুনর্বিবেচনার কোনও অবকাশ নেই, দাবি মাধবের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের (সিএবি) আইনি পুনর্বিবেচনার কোনও অবকাশ নেই বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। এই বিষয়ে সরব হয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি।

বুধবার রাতে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাশ হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এই বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ(আইইউএমএল)। এর নিন্দা করে রাম মাধব জানিয়েছেন, 'বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ যে কেউ যেতে পারে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বিলের মধ্যে এমন কিছু নেই যা আইনি পুনর্বিবেচনার মুখে পড়তে পারে।'

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, বিভাজন বয়ে নিয়ে যেতে চায় আইইউএমএল। বিলের মধ্যে কোনও অসাংবিধানিক বিষয়বস্তু নেই। কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য এই বিল প্রণয়ন করা হয়নি। যে সকল মানুষ বহু দশক ধরে অত্যাচার সহ্য করেছে এখন তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। জনগণ নিজেদের যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে তিনি জানিয়েছেন, বিলটিকে কংগ্রেসের সমর্থন না করাটা দুর্ভাগ্যজনক। বিলটি নিয়ে ভয়ের পরিস্থিতি গড়ে তুলতে চাইছে।

বিজেপি ছাড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই, জল্পনা উড়িয়ে দাবি পঙ্কজার

মুম্বই, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপি ছাড়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। জল্পনা উড়িয়ে বৃহস্পতিবার সাফ জানালেন পঙ্কজা গোপীনাথ মুন্ডে। যে জল্পনা রটেছে সেটিকে ষড়যন্ত্র বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।

এদিন পঙ্কজা জানিয়েছেন, 'আমার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমি বিদ্রোহী নই। বিজপি আমার দল।' এদিন নিজের বাবা তথা প্রয়াত বিজেপি নেতা গোপীনাথ মুন্ডের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই কথা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন বেদে এক সমাবেশে বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিলের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঙ্কজা গোপীনাথ মুন্ডে জানিয়েছেন, 'আমি দল ছাড়ছি না। এটি আমার বাবার দল। বিশ্বাসঘাতকতা রক্তে নেই।' মারাঠাওয়াড়ার দাবিতে দলীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২৭ জানুয়ারি ঔরঙ্গাবাদে অনশনে বসবেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে হেরে যাওয়ার পর তাঁর ফেসবুক পোস্ট ঘিরে জল্পনা শুরু হয়।

দু' বছরের পুত্রসন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী মা

রায়গঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর (হি.স): দু'বছরের পুত্রসন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন মা। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের মারাইগুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নস্যাতপুর এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে মৃতার স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রায়গঞ্জের মারাইগুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নস্যাতপুর এলাকার বাসিন্দা ভব রাজবংশী। স্ত্রী সাবিত্রী দাস রাজবংশী ও দু'বছরের ছেলেকে নিয়ে ওই বাড়িতেই থাকতেন। পাশেই থাকতেন আত্মীয়রা। বৃহস্পতিবার সকালে স্বামীকে সাবান কিনে আনতে বলেন সাবিত্রী। সেই সময় সাবান কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হন পেশায় রংয়ের মিস্ত্রি ভব। ফিরে এসে তিনি দেখেন ঘরে ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে ছেলে। একই দড়িতে ঝুলছে স্ত্রীও। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় পাড়া প্রতিবেশীরা। যায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন সাবিত্রী। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর। প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অশান্তি করতেন বধূ। মৃতার জায়ের কথায়, বুধবার রাতে স্বামীর সঙ্গে অশান্তি হচ্ছিল সাবিত্রীর। এরপর সকালে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে টাকা চেয়েছিলেন বধূ। তা দিতে রাজি হননি ভব। এরপরই স্বামীকে সাবান কিনতে বাজার পাঠান তিনি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, মানসিক সমস্যার কারণেই আত্মঘাতী হয়েছেন সাবিত্রী। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার 'কোল্ড মুন'

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স): আজ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। এবছরের শেষ পূর্ণিমা আজ। এই দশকেরও শেষ পূর্ণিমা আজই। আজ রাতের আকাশে উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়ে দেবে ২০১৯ সালের তথা এই দশকের শেষ পূর্ণিমার চাঁদ।

এই পূর্ণমার সঙ্গে মিশে রয়েছে ১২ সংখ্যাটি। একে আজ ১২ তারিখ। মাসও ১২তম। আর চাঁদ পূর্ণ হবে রাত ১২টা বেজে ১২ মিনিটে। পূর্ণিমা মানেই চাঁদের পূর্ণ রূপ। যদিও এদিন চাঁদের একটি পিঠই আলোয় আলো হয়ে থাকে। অন্য দিকে শুধুই আঁধার। পূর্ণিমা আসে প্রকৃতির নিয়মেই। পৃথিবীর যে পাশে সূর্য অবস্থিত ঠিক তার উল্টো পাশে চন্দ্রের অবস্থানেই তৈরি হয় চাকতির মতো আলো।

শীতের সময়ে তাপমাত্রা কম থাকায় বছরের শেষ এই পূর্ণিমাকে 'কোল্ড মুন' বা 'শীতল চাঁদ' বলা হয়।

ভারতে যেমন প্রতিটি পূর্ণিমার ধর্মীয় নামকরণ রয়েছে তেমনই ইউরোপ আমেরিকাতেও প্রাচীন কাল থেকে ঋতু অনুযায়ী পূর্ণিমার নামকরণ করা হয়। বছর শেষের এই পূর্ণিমাকে ইউরোপে আবার বড়দিনের উৎসব শুরুর দিন হিসেবেও মানা হয়। বলা হয়ে 'মুন বিফোর ইউলে'। সমগ্র ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা জুড়ে প্রাচীন কাল থেকেই মরশুম বদলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিটি পূর্ণিমার নামকরণ করতেন। যা বছরের সময় নির্ধারণ করতে সুবিধে হত।

পূর্ণিমা চন্দ্রের একটি কলা। এটি তখনই ঘটে যখন চাঁদ, পৃথিবীর যে পাশে সূর্য অবস্থিত তার ঠিক উল্টো পাশে অবস্থান করে। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চাঁদ এই সময় সূর্য দ্বারা পূর্ণভাবে আলোকিত হয় যার ফলে একে একটি পূর্ণ গোলাকার চাকতি রুপে দেখা যায়। তবে এসময়ও প্রকৃতপক্ষে চাঁদের অর্ধেক অংশই আলোকিত হয় কারণ উল্টো দিকটি আধারই থেকে যায়।

স্পেস ডটকমের তথ্যানুসারে, ডিসেম্বরের পূর্ণিমা 'গ্রহ শুক্র এবং শনি একসঙ্গে যোগ হবে। এর পরবর্তী পূর্ণিমা, আগামী বছর অর্থাৎ নতুন বছর ২০২০ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে আকাশে দেখা যাবে।

কলকাতায় 'অভিজিৎ বিনায়ক শিশু উদ্যান'

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাযতীনে ফুলবাগান মাঠের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে সুইডেনের স্টকহোম। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নোবেল জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে এই মাঠের নামকরণ হয়েছে 'অভিজিৎ বিনায়ক শিশু উদ্যান।'

ডিসেম্বরের শেষে যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা এই উদ্যানের। নোবেল জয়ের পর দেশে এলেও নিজের বই উদ্বোধন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নীতি আয়োগের সঙ্গে বৈঠক ছাড়া কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নেননি অভিজিৎ বিনায়ক। কলকাতায় এসে শুধু দেখা করেছিলেন নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে। এর বাইরে কর্মসূচি বলতে মোহনবাগানের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ। সময়ের অভাবে কারও সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি। কিন্তু তাঁর নোবেলজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতায় চিলড্রেন পার্ক হচ্ছে জেনে যার পরনাই খুশি ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোর্ড ফাউন্ডেশন অধ্যাপক। বলেন, শৈশবের একটা প্রধান উপকরণ খেলার জায়গা। সবুজের সান্নিধ্য। আমি দু'টি শিশুর বাবা হয়ে বলছি, এই ছোট জায়গাটা থাকুক উজ্জীবিত হয়ে।'

বিনায়কের শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে আনন্দের জোয়ারে ভেসেছেন ফুলবাগানের বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। বাপ্পাদিত্য জানান, 'জগৎসভায় বাঙালিকে ফের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন অভিজিৎ বিনায়ক। বাঙালি তাঁর চোখ দিয়ে আবার স্বপ্ন দেখছে জগৎসেরা হওয়ার। এমন মানুষের নামে পার্ক উৎসর্গ করতে পেরে আমরা ধন্য। অধ্যাপক

ছয়ের পাতায়

নানা দাবি নিয়ে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হবে রাজ্যের যুবশ্রীরা

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.):এবার নানা দাবি নিয়ে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি উ আগামী ১৮ ডিসেম্বর কলকাতা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সকাল ১০ টা থেকে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হবে রাজ্যের সকল যুবশ্রীরা উ

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির দাবি, ১) সরকারি দফতরে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। ২) বাজারমূল্য অনুযায়ী উৎসাহ ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। ৩) প্রতি ৬মাস অন্তর 'এনিস্কচার থ্রি' নামে রিনুয়াল বন্ধ করতে হবে। ৪) রাজ্যের সরকারি চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে যুবশ্রী থেকে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।(প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে) ৫) যাদের নাম প্রথম থেকে যুবশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত কিন্তু কোন চাকরি না দেওয়া সত্ত্বেও অনৈতিকভাবে ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তাদের ভাতা প্রাপকদের আওতায় আনতে হবে। ৬) চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত সকল যুবশ্রীদের ভাতা চালু রাখতে হবে।

উল্লেখ্য,এই প্রকল্প চালু হয়েছিল ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। যুবশ্রী প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে প্রথম ১লক্ষ যুবক- যুবতী কে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে উৎসাহ ভাতা দেওয়া শুরু হয়।

মুকুল রায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স): বৃহস্পতিবার মুকুল রায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বড়বাজার ছিনতাই মামলায় কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হবে মুকুল রায়ের। নিম্ন আদালতের নির্দেশের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দেন নি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা।

পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মামলায় এর আগেই মুকুলের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একদা তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মুকুল রায়। বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশই বহাল রাখল হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বিচারপতি জানিয়েছেন, মুকুল রায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা শুধুমাত্র এই মামলার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোনও মামলায় মুকুলের এই কণ্ঠস্বরের নমুনা ব্যবহার করা যাবে না।

আজ মামলাটি বিচারপতি রাজশেখর মান্থা সিঙ্গল বেঞ্চে শুনানির জন্য উঠলে মুকুল রায়ের আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত বলেন, 'আমার মক্কেল এই মামলায় একজন সাক্ষী। তাঁকে কী করে নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষী দিতে বাধ্য করা হয় ?' এর বিরুদ্ধে রাজ্যের তরফে সরকারি কেঁসুলি শাশ্বত গোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তদন্তের স্বার্থেই ওঁর কণ্ঠস্বর নমুনা নিতে চাইছি। এখানে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।' তবে মামলার শেষে আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত বলেন, 'ইতিমধ্যে ডিভিশন বেঞ্চে যদি এই মামলার শুনানি হয় এবং সেখানে যদি অন্য কোনও নির্দেশ দেয়, তাহলে মুকুল রায়কে কণ্ঠস্বর নমুনা নাও দিতে হতে পারে।'

সিলড কভারে কণ্ঠস্বরের নমুনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। পাশাপাশি, আরও নির্দেশ দিয়েছেন, কণ্ঠস্বরের নমুনা অন্য কোনও তদন্তে ব্যবহার করা যাবে না। মুকুল রায়ের আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, 'প্রধান বিচারপতি অন্য যে বিচারপতিকে মামলাটি শোনার জন্য পাঠাবেন, তার ওপরই নির্ভর করবে ওই সিলড কভার তদন্তকারী অফিসার খুলতে পারবেন কি না।'

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , ২০১৮-এর ৩১ জুলাই বড়বাজার থানায় প্রতারণা ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে একটা এফআইআর দায়ের হয়। জুলাই মাসে বড়বাজারের এক সরকারী কর্মী কল্যাণ রায় বর্মণের কাছ থেকে ৯০ লাখ টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, তার আগেই ওই ব্যক্তি মুকুল রায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই মামলার তদন্তের সময়েই মুকুল রায়ের নাম উঠে আসে বলে পুলিশের দাবি। এরপর

ছয়ের পাতায়

ঢাকায় বিএনপির বৈঠকে ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন পাকিস্তান হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বিএনপি আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার শাহ ফয়সাল কাকার ভারত বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। তবে শাহ ফয়সাল কাকারের বক্তব্য চলাকালে কয়েকবার হস্তক্ষেপ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ সময় তাকে বক্তব্য শেষ করতে বাধ্য করেন তিনি। বুধবার সকালে ঢাকার গুলশানে একটি হোটেলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়।
গোলটেবিল বৈঠকে ২৭টি দেশের প্রতিনিধি ও কূটনীতিকরা উপস্থিত থাকলেও কাকার ছাড়া বাকিরা বক্তব্য রাখেননি। বিদেশি কূটনীতিক হিসেবে বলার সুযোগ পেয়ে পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার শাহ ফয়সাল কাকার তার বক্তব্যে মূলত কাশ্মির পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন এবং এ পরিস্থিতির জন্য ভারতের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে দায়ী করেন। লিখিত বক্তব্যে পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার শাহ ফয়সাল কাকার দাবি করেন, মানুষের অধিকার হলো শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, অবাধে চলাচল করা এবং তাদের ধর্ম পালন করা। কিন্তু কাশ্মিরে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাশ্মিরের জনগণ সর্বশেষ ঈদুল আজহায় বড় জামাত করে ঈদের নামাজ পড়তে পারেননি।
এখনও কাশ্মিরের শ্রীনগরের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কাশ্মিরে বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সেখানে চলমান কারফিউ পুরোপুরি তুলে দেওয়া, অবাধ চলাচলে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, মানুষের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সুযোগ দেওয়া, খাবার এবং ওষুধ সরবরাহের সুযোগ রাখা এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
কাকারের অভিযোগ, ভারত সরকারের স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের ফলে গত ৫ আগস্ট থেকে কাশ্মিরের প্রায় ৬ হাজারের কাছাকাছি তরুণকে রাতে অভিযান চালিয়ে তুলে নেওয়া হয়েছে তাদের বাড়ি থেকে। শত শত মানুষ আহত হয়েছেন ছররা গুলির আঘাতে। অনেক নারী বারবার ধর্ষণ ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার অভাব স্পষ্ট। কাশ্মিরের রাজনৈতিক নেতা ও মানবাধিকার কর্মীদের আটক করা হয়েছে। কাশ্মিরে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ ও খাবারের অপর্যাপ্ততার খবর পাওয়া গেছে। গত ১৩০ দিন ধরে কাশ্মিরের ৮০ লাখ মানুষ নিজ ঘরে অবরুদ্ধ দাবি করে কাকার বলেন, মোদি সরকার ভারতের সংবিধান থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে। যার ফলে অনুচ্ছেদ ৩৫-এর মাধ্যমে কাশ্মিরিরা বিশেষ সুবিধা পেতো সেটা বাতিল হয়ে গেছে। আগে কাশ্মিরের জমি অস্থায়ী বাসিন্দারা ক্রয় করতে পারতো না। সংবিধান থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ফলে এখন কাশ্মিরের অধিবাসীদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন কাশ্মিরের জমি সব ভারতীয় কিনতে পারবে। একসময় দেখা যাবে উচ্ছেদ বা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে কাশ্মিরিরাই।এ সময় পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার তার দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি রক্ষায় তার সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন। হাইকমিশনার তার বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদির সরকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় সংবিধান থেকে কাশ্মিরে বিশেষ সুবিধা তুলে নেওয়ার পর সেখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং কাশ্মিরের জনগণের স্বাধিকার নিয়ে ‘কারাগারের রোজনামচা’ গ্রন্থের লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে অভিহিত করে যে উক্তি করেছেন তা তুলে ধরেন।
কাকারের বক্তব্য চলার সময় বিএনপি মহাসচিব দুইবার তাকে বক্তব্য সংক্ষেপ করার তাগিদ দেন। মির্জা ফখরুলের তাগিদের কারণে বক্তব্য সংক্ষেপ করতে বাধ্য হন কাকার। ফলে তার লিখিত বক্তব্য পাঠ অসম্পূর্ণই থেকে যায়।
মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আসা কূটনীতিকদের হাতে ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শাসনামলে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে ১১৯ পৃষ্ঠার একটি বই তুলে দেওয়া হয়। বইতে গত ১০ বছরে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ২৭টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে থাকা মামলার সংখ্যাও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিভিন্ন মন্দিরে হামলার ছবি এবং বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যাসহ বিভিন্ন আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণে পরে ক্ষমতায় ফেরার ব্যাপারে আসাবাদী জেএমএম

রাঁচি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের শেষে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরা ব্যাপারে আশাবাদী ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা(জেএমএম)।
এদিন ভোটগ্রহণে পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় মহাসচিব সুপ্রিয় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন তৃতীয় দফার নির্বাচনের পর এখন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সরকার তৈরি জন্য ৪১ আসনের লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গিয়েছে। আগামী দুইটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণের পর হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে জোট সরকার নিশ্চিত ভাবেই গঠন হবেন।
পাশাপাশি ধানবাদে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভাকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খন্ডে এলে রাজ্যের কথা না বলে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কথা বলেন। জনসভায় দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা নরেন্দ্র মোদী বলেছেন। হিন্দু মহাসভা ও জিন্নার কথা বলেন যাদের জন্য ভাগ হয়েছিল দেশ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না, বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় দুদেশের সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন। যদিও এই বিল আইনে পরিণত হলে তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ঐতিহাসিক চরিত্রকে দুর্বল করে দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
পাশাপাশি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি আবদুল মোমেন। তিনি বলেন, ”গোটা বিশ্বে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র কমই আছে, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নজির সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশে সব ধর্মের মানুষ কী ভাবে এক সঙ্গে মিলেমিশে আছেন তা অমিত শাহ কিছুদিন এখানে থেকে দেখে যেতে পারেন।” তিনি আরও বলেন, ”ভারতের নিজস্ব অনেক সমস্যা রয়েছে। সেগুলো নিয়ে ওরা নিজেরাই লড়াই করুক। আমরা তাতে মাথা গলাব না। তবে বন্ধুদেশ হিসেবে আশা করি ভারত এমন কিছু করবে না, যাতে দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে।”
বুধবার রাতে রাজ্যসভায় পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বিলের স্বপক্ষে ভোট পড়ে ১২৫টি, বিপক্ষে ভোট পড়ে ১০৫টি। এর দু-দিন আগেই লোকসভায় পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এখন রাষ্ট্রপতি সই করলেই এই বিল আইনে পরিণত হবে। এই বিল আইনে পরিণত হলে তা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা অ-মুসলিম শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ সুগম হবে।

উত্তরপূর্ব ভারত নতুন কাশ্মীরে পরিণত হয়েছে : অধীর রঞ্জন চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোটা উত্তরপূর্ব নতুন কাশ্মীরে পরিণত হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী।
বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় অনুপস্থিতি থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বৃহস্পতিবার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, গোটা উত্তরপূর্ব নতুন কাশ্মীরে পরিণত হয়েছে। এই প্রথমবার সংসদের উভয়কক্ষে এমন একটি মাইলফলক বিল পাশ হল যেখানে অনুপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই বিল পাশ হওয়ার ফলে কয়েক অঞ্চল বাদ দিয়ে গোটা উত্তরপূর্বে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। উত্তর-পূর্ব নতুন কাশ্মীরে পরিণত হয়েছে। অসমের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেনা নামানো হয়েছে। এর জন্য দায়ী প্রশাসনিক ব্যর্থতা।
রাজ্যসভায় কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অশান্ত। সংসদের উভয় কক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর সব থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতি উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে।
অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজের ট্যুইট বার্তায় লিখেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

শিশু উদ্যান’

পাচের পাতার পর
অমর্ত্য সেনের নামেও পার্ক হচ্ছে।’বাপ্পাদিত্য আরও জানান, ‘পার্কে অভিজিৎ বিনায়কের হরেক ছবি তো থাকছেই। থাকছে নোবেলের মঞ্চে তাঁর ধুতি পরা ছবি। থাকছে শুভেচ্ছাবার্তা। অভিজিৎ বিনায়ক ও সহ নোবেলপ্রা পক ও স্ত্রী এস্থার ডাফলোর লেখা ও সম্পাদিত ‘পুওর ইকনমিক্স’ ও ‘গুড ইকনমিক্স ফর হার্ড টাইমস’-এর প্রচ্ছদও।
পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারির শেষে কলকাতায় আসবেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তাঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ‘ডিএসসি’ গ্রহণ করার কথা। আর ওই সময়ই নিজ নামাঙ্কিত শিশু উদ্যানে আসবেন তিনি বলে জানা গেছে।

বৈঠকে মমতা

পাচের পাতার পর
নতুন রূপরেখা স্থির করতে যান তৃণমূলনেত্রী।
সেই লক্ষ্য নিয়েই দলের নেতাদের থেকে নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে রাজ্যবাসীর মনের কথা জানতে চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করতে চান তিনি। চলতি মাসের আগামী ২০ তারিখে দলের নেতাদের বৈঠকে ডেকেছেন তিনি। সেই বৈঠকের ওপরে ভিত্তি করেই আগামী দিনের জন্য রণকৌশল সাজাতে চান তিনি।
নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করে এসেছে তৃণমূল। যা নিয়ে গত বছর দুই বছর সময়ের মধ্যে একাধিকবার সুর চড়াতে দেখা গেছে নেত্রী মমতাকে। কলকাতার রাস্তায় মিছিলেও হেঁটেছেন তিনি নাগরিকপঞ্জির প্রতিবাদে। সপ্তাহ খানেক আগেই তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বাংলায় কিছুতেই নাগরিকপঞ্জি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু হতে দেবেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল হাইকোর্ট

পাচের পাতার পর
২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ১৬০ ধারায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মুকুল রায়কে নোটিস পাঠিয়ে তলব করে কলকাতা পুলিশ। তবে মুকুল রায় এখন দিল্লির বাসিন্দা ও ভোটার। তাই দিল্লিতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়ে দেন মুকুল রায়। এদিকে, ২০১৮ সালের ওই নোটিস অনুযায়ী মুকুল রায় হাজিরা না দেওয়ায় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আবেদন করে কলকাতা পুলিশ। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই মুখ্য নগরদায়রা বিচারক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এ মামলায় পরে মুকুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজ করেছিল হাইকোর্ট। এই মামলার তদন্তে মুকুল রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল কলকাতা পুলিশ। দুর্নীতি মামলায় বিজেপি নেতার দিল্লির বাড়িতে গিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল কলকাতা পুলিশের একটি দল।
চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা পুলিশ মুকুল রায়ের কণ্ঠস্বর পরীক্ষার আর্জি জানায়। নিম্ন আদালত সেই নির্দেশ দিলে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা। আজ বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বেশ কিছু আইনি সমস্যার সমাধানের জন্য মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেন। পাশাপাশি আগামী ১০ জানুয়ারি মুকুল রায়ের ভয়েস টেস্টের নির্দেশ দেন।

সংসদে পাশ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, স্বাগত জানিয়ে মোদী-অমিতকে অভিনন্দন আরএসএস-এর

নাগপুর, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): গত সোমবার মধ্যরাতে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলউ এরপর বুধবার রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলউ প্রায় সাত ঘন্টার টান টান বিতর্ক-আলোচনা শেষে ১২৫-১০৫ ভোটের ফলে রাজ্যসভায় পাশ হয়ে যায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় স্বাগত জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)উ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আরএসএস-এর সরকার্যবাহ সুরেশ ভাইয়াজি যোশি। একইসঙ্গে ভাইয়াজি যোশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার হলে নিপীড়িত, শোষিত হিন্দুরা ন্যায় ও অধিকার লাভ করবেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলউ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরই এই বিল আইনে পরিণত হবে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দুদের পাশাপাশি শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানরা বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
আরএসএস-এর সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশি বলেছেন, ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল। এরপর ১৯৫৫ সালে ভারত ও পাকিস্তান সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আনার সিদ্ধান্ত নেয়, অথচ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মতো দেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজকে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হতে হয়েছেউ ওই সমস্ত দেশের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায় বিগত ৭০ বছর ধরে জনসংখ্যা থেকে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমাগত লোপ পেয়েছে।
ভাইয়াজি যোশি আরও বলেছেন, অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশে আসা মানুষজনকে শরণার্থী বলা হয়উ কিন্তু, ওই সমস্ত দেশের নিপীড়িত শ্রেণি ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে আশ্রয় নিতে পারেন নাউ এ জন্যই আত্মসম্মান ও সুরক্ষার প্রত্যাশায় ওই সমস্ত মানুষজন ভারতে আসতে থাকেনউ শুধুমাত্র আইনি বিধানের অভাবেই তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেনউ আরএসএস-এর মতে, এই ধরনের মানুষকে অনুপ্রবেশকারী নয়, শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। ভাইয়াজি যোশি অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই বিল পাশ হওয়ার ফলে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হিন্দু তথা অন্য ধর্মের মানুষজন ন্যায়বিচার পাবেন।
নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর প্রতিবাদে ক্ষোভ থামার কোনও লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম ও ত্রিপুরায়। বরং ক্ষোভ আরও বাড়ছে বলাই যেতে পারেউ উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে জারি করা হয়েছে কারফিউউ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে হিংসা সম্পর্কে সরকার্যবাহ ভাইয়াজি যোশি বলেছেন, এই বিল সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদের উভয়কক্ষে বলেছেন ভারতে বসবাসকারী কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গেই অবিচার করা হবে না।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর
বিধায়ক সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।এই শান্তি বৈঠকে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক জে.বি দোয়াতি, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাশগুপ্ত সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা বলেন একটি গুজবকে কেন্দ্র করে এই অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি সকলকে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি আইন যেন কেউ নিজের হাতে তুলে না নেয় তার আহ্বানও জানান তিনি।

অযোধ্যা

● প্রথম পাতার পর
তারা অযোধ্যায় মুসলিমদের বিকল্প পাঁচ একর জমি দেওয়ার বিরোধিতা করে এই মামলা করে।

পরিবহণমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পরএলএইচ ডার্লং, ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকী সামন্ত, পুলিশ দফতরের অতিরিক্ত সচিব অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহ-অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, চিফ মোটর ভেহিকল ইন্সপেক্টর বিজয় দেববর্মা-সহ পরিবহণ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বেড়ে ১৩

আটের পাতার পর
কারখানার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু, বুধবারের অগ্নিকাণ্ড কেড়ে নিল ১৩ জনের প্রাণ। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছেন, কেরানীগঞ্জের ওই কারখানার অনুমোদন ছিল না।

পর্যালোচনাসভা

আটের পাতার পর
পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, রাজ্য, বহিঃরাজ্য ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পর্যটকদের সার্বিক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। খসড়া পর্যটন পলিসিতে রাজ্যে পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নতিসহ পর্যটকদের সুবিধা এবং প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটনকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক উন্নতিরও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রহ্লাদের

আটের পাতার পর
ফেলতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের পরিবার পাসপোর্ট সহ অন্যান্য বৈধ নথি পেয়েছে। কিন্তু এমন বহু পরিবার রয়েছে যারা সেই সুবিধা পায়নি।’ উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের একাধিক জায়গায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়েছে। অসমের দশটি জেলা। যথাক্রমে লখিমপুর, তিনসুকিয়া, ধিমাঝি, ডিব্রুগড়, চারাইদেও, শিবসাগর, জোরহাট, গোলাঘাট, কামরূপ(মেট্রো), কামরূপে বুধবার রাত ৭টা থেকে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেই এই বিক্ষোভ। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাশ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। পক্ষে ভোট পড়ে ১২৫। বিপক্ষে ১০৫।

৩০৯ জন প্রার্থীর

আটের পাতার পর
১২ ডিসেম্বর, তৃতীয় দফার ভোট-পর্ব শেষ হওয়ার পর বাকি থাকবে আরও দু”দফা। চতুর্থ দফায় অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের ১৫ আসনে ভোট হবে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দফায় ভোট হবে ১৯ ডিসেম্বর, রাজ্যের ১৬টি আসনে। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বর।

ছাত্রছাত্রী

● প্রথম পাতার পর
লাগাতর রাজ্যে অর্ধবেলায় ও গতদিন থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় প্রত্যেকের বাড়ি ঘরের সাথে যোগাযোগ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী ও টাকা পয়সা পাঠানো যাচ্ছে না।
ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাহত হচ্ছে। যদিও প্রত্যেকের ভেতরে এক অজানা ভয় কাজ করছে। কারণ বিগত কয়েকদিন যাবত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং সেই ঘটনাকে নিয়ে কিছু মিথ্যা অপপ্রচার এক অজানা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তাই শহরের বুকে বিভিন্ন বিদ্যালয় এর আবাসিক ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে ভাড়া বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করা স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এক অজানা আতঙ্কে ভুগছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি থেকে ফোন করে বাড়িতে ফেরার চাপ দেওয়া হচ্ছে। যদিও মহকুমা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলার পর পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে।
পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। একদিক যেমন স্কুল হোস্টেলগুলিতে নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়, ঠিক তেমনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো এবং যারা ভাড়া বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে প্রত্যেকের বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে দু কেজি চাল ৫০০ মসুর ডালের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে আজ মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মধ্যাহ্নভোজন করানোর পর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে প্রত্যেক নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনের ফোন নাম্বার দেওয়া হয় ২৪ ঘণ্টা সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়ে।
পাশাপাশি রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিজেপি রাজ্য সম্পাদক নিতিশ দে, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মুহামমদ বদরুজ্জামান ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে সমস্ত রকম সাহায্য সহযোগিতা নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেন। ক্যাব এর বিরোধীতা করে জয়েন্ট মাভমেন্ট কমিটির ডাকা ত্রিপুরা বনধকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বেশ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও কৈলাসহর মহকুমায় এর কোন আচ লাগেনি। তাই শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে কোন ধরণের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের তরফ থেকে।

যুবকংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর
থাকলেও ভয়ে কেউ রাস্তায় বেরুচ্ছেন না। দোকানপাট, বাজারহাটও খুলছেন না।
এদিকে, বন্ধের ফলে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে আটকে পড়া কাঞ্চনঝঞ্ঝা এক্সপ্রেস ও দেওঘর এক্সপ্রেসের যাত্রীদের খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছে ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন। ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন থেকে যাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ধর্মনগরে কেয়ার অব ফুটপাথ এবং রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৩০০ কেজি চাল ও ৯০ কেজি ডাল দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক সুব্রত দাশ এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, কেয়ার অব ফুটপাথ গতকাল যাত্রীদের টিফিন ও দু’বেলা খিচুড়ি এবং আজ এক বেলা খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। এছাড়া রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটিক ক্লবের পক্ষ থেকে আজ সকালে যাত্রীদের টিফিন খাওয়ানো হয়। শিশুদের খাওয়ার জন্য দুধও দেওয়া হয়। এই ক্লাব আজ রাতেও সকল যাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে।
এছাড়াও ধর্মনগর কলেজ রোডের বিকিরণ, ধর্মনগর রোটারি ক্লাব, ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে আজ যাত্রীদের খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। ধর্মনগরের নয়াপাড়া ক্লাব ও রেলওয়ে ইয়ংম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাব, রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে সন্ধ্যায় যাত্রী ও শিশুদের জন্য পাউরুটি ও দুধের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া আজ রেলওয়ে স্টেশনে ধর্মনগর রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৩০০ যাত্রী ও শিশুর বিনামূল্যে সর্দি, জ্বল, কফ , পেটের অসুখ ইত্যাদির ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ধর্মনগর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সুব্রত দাশ গতকাল ও আজ রেলওয়ে স্টেশনে যান এবং সার্বিক পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

লাগাতর

● প্রথম পাতার পর
গন্ডাছড়া মহকুমায় হরিপুরে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডিআইজি উত্তরাঞ্চল, ধলাই পুলিশ সুপার, গন্ডাছড়া এসডিপিও, গন্ডাছড়া থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে নামেন। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল, গন্ডাছড়ায় ১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে, যে কোনও সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাজ্যে শূন্যপদ পূরণে শীঘ্রই উদ্যোগ নেওয়া হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় বিরাট কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে আসছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। বিভিন্ন দফতরে প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি লোক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ৮৬১৪ শূন্যপদে ইতিমধ্যে ২৩০৩টি শূন্যপদ ইতিমধ্যে পূরণ হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্য সরকার এখন ভীষণ চাপে রয়েছে। কারণ, শূন্যপদ পূরণে বিশেষ কোন উদ্যোগ নেয়নি ত্রিপুরা সরকার। স্বাভাবিকভাবেই বেকারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তবে, আর্থিক সীমাবদ্ধতাও শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বতন সরকার প্রচুর আর্থিক বোঝা রেখে গেছে। ফলে বর্তমান সরকারকে রাজ্য পরিচালনায় হিমশিম খেতে হচ্ছে, দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বিভিন্ন দফতরে শূন্যপদ পূরণ হউক, চাইছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে স্বরাষ্ট্র দফতরে অবিলম্বে লোক নিয়োগ করা খুবই জরুরি। তাঁর দাবি, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ২২৩৪টি শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া, সাধারণ প্রশাসনে ২৯৯টি, বন দফতরে ৭৯০টি, কৃষি দফতরে ১১৯৯টি, সমাজশিক্ষা দফতরে ১২৮৮টি, আইন দফতরে ২৯৯টি, স্বাস্থ্য দফতরে ৯৬৪টি, গ্রামোন্নয়নে ৪০২টি, শিল্প দফতরে ১১৩টি, বুনিয়াদি শিক্ষা দফতরে ১০৪টি, বিদ্যুৎ দফতরে ১৮টি, যুব ও ক্রীড়া দফতরে ৯২টি সহ অন্যান্য ডফতরে শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শূন্যপদ পূরণে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। শীগ্রই শূন্যপদ পূরণে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ওই শূন্যপদে নিয়মিত বেতনক্রমে ৩৮১৮ জন, চুক্তির ভিত্তিতে ১০২৩ জন, আউটসোর্সিং ৩১৪৩ জন এবং ডাই ইন হার্নেস-এ ৬৩০ জনকে নিয়োগ করা হবে।

২৪ ঘন্টা বাড়ল

● প্রথম পাতার পর
গন্ডাছড়ায় সংঘর্ষ হয়েছে। ওই সংঘর্ষে দোকানপাট ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। ফলে, পরিস্থিতি যেকোন সময় ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে প্রশাসন আশঙ্কা করছে। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা চালু করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না ত্রিপুরা সরকার। অবশ্য, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা স্থগিত হওয়ায় নেটিজেনরা ত্রিপুরা সরকারের তীব্র সমালোচনা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রশাসন অবস্থা বুঝেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তার দাবি, ত্রিপুরাবাসীকে নিরাপদে রাখার জন্যই অনাকাঙ্খিত এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

'কেউ দলে নিজের জায়গা বাঁচানোর জন্য খেলেনি, ভয়ডরহীন ব্যাটিং করেছে...": সৌরভ

মুম্বই: ওয়াংখেড়েতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ভারতের। ৬৭ রানে বুধবার তৃতীয় টি টোয়েন্টি জিতে সিরিজও পকেটে পুরেছে ভারত। বিরাট, রোহিত এবং রাহুলদের ব্যাটিংয়ের দাপটে ওয়াংখেড়েতে ডু অর ডাই ম্যাচে ধরাশায়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিরাট-রাহুলরা যে ব্যাটিংটা এদিন করেছেন, তাতে মুগ্ধ বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। তিনি ট্যুইট করেছেন, ""ভারত সিরিজ হারবে এটা কেউই ভাবেননি। তাই জয়টা মোটেও অবাক করেনি। তবে যেটা বেরিয়ে আসছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে তা হল ভারতের ভয়ডরহীন ব্যাটিং। কেউ দলে নিজের জায়গা বাঁচানোর জন্য খেলেনি। সবাই জেতার জন্যই খেলেছে। ওয়েল ডান ইন্ডিয়া।"ডু অর ডাই ম্যাচে বুধবার বিরাট ব্রিগেডের কাছ থেকে সেরাটা আশা করেছিলেন দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীরা। যে আগ্রাসী, সাহসী ক্রিকেটের উপহার দিয়েছেন মেন ইন ব্লু"-রা। তাতে গোটা দেশের মন জিতে নিয়েছেন কোহলিরা। স্টাফ রিপোর্টার: অধুনা ভারতীয় ক্রিকেটের চলমান প্রহেলিকা তিনি। তাঁর ক্রিকেটীয় ভবিষ্যত কী, কেউ জানে না। কেউ জানে না তিনি আর দেশের জার্সিতে নামবেন কি না, জানে না অবসর নিলে কবে নেবেন? বিশ্বকাপের পর মহেন্দ্র সিং

ধোনিকে আর তো মাঠে রাখতে হবে, ধোনি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার,"" বলে দেন সৌরভ। শাস্ত্রীয় মন্তব্য নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সৌরভ বললেন, ""দেখা যাক। কিন্তু এটা বলতে পারি, ধোনির সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে গিয়েছে। ওর ব্যাপার নিয়ে আমরা ক্লিয়ার। নির্বাচকরাও জানে। ধোনি নিজেও জানে।""যার পর প্রশ্ন উঠছে, ধোনি যুগ কি তাহলে সমাপ্তির পথে? তবে অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন এক সূচনার খোঁজ পাওয়া গেল শুক্রবার। সবকিছু ঠিকঠাক চললে, শচীন তেণ্ডুলকর-ভিভিএস লক্ষ্মণ বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে আবার ফিরতে চলেছেন! বোর্ড গঠিত প্রথম ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে শচীন, লক্ষ্মণের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং সৌরভ। কিন্তু তাঁদের স্বার্থের সংঘাত মামলায় এমন নক্কারজনকভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয় যে, তিতিবিরক্ত হয়ে কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরবর্তীকালে সিওএ কপিল দেবের নেতৃত্বে নতুন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। সেটাও বাতিল হয়ে যায়। অথচ সামনেই জাতীয় নির্বাচক বাছার ব্যাপার আছে। তার দায়িত্ব ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির উপরই। সেখানে ফের শচীন-ভিভিএসের প্রত্যাবর্তন ঘটানোর প্রবল সম্ভাবনা। কারণ স্বার্থের সংঘাতে তাঁরা জড়িয়ে নেই। তবে সৌরভ বর্তমানে বোর্ড প্রেসিডেন্ট বলে কমিটির তৃতীয় সদস্য খুঁজতে হবে শনিবার মুম্বই যাচ্ছেন সৌরভ। রবিবার বোর্ডের বার্ষিক সভা। লোধা আইন দ্বারা গঠিত নতুন বোর্ড সংবিধানে দু"টো বড়সড় শোধন হতে পারে। এক) রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় "কুলিং অফ" তুলে দেওয়া। যাতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার মেয়াদ সম্পূর্ণ করে সরাসরি বোর্ডে চলে যাওয়া যায়। দুই) বিভিন্ন কমিটি, সাব কমিটিতে সত্তরোর্ধরা যাতে থাকতে পারেন (যা লোধা আইনবিরুদ্ধ), সেটা দেখা হবে। বোর্ড সদস্যরা প্রস্তাব পাশ করে দিলে আর সুপ্রিম কোর্ট তা মেনে নিলে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভ তখন দশ মাস নয়, থাকবেন তিন বছর।

চিনে প্রথম ম্যাচেই হার সিন্ধুর

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার টুর ফাইনালসে এগিয়ে গিয়েও প্রথম ম্যাচে জয় হাতছাড়া করলেন পি ভি সিন্ধু। জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে গত বারের চ্যাম্পিয়ন হারলেন ২১-১৮, ১৮-২১, ৮-২১ ফলে।চিনের গুয়াংঝুতে চলা প্রতিযোগিতায় প্রথম গেমে জেতার পরে দ্বিতীয় গেমে এক সময় ১৮-১৬ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়েছিলেন সিন্ধু। আর তিন পয়েন্ট পেলেই ম্যাচ দখল করতে পারতেন হায়দরাবাদি তারকা। কিন্তু ইয়ামাগুচি দুরন্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ান এই সময়। সিন্ধুর ছন্দ নষ্ট করতে সফল হন তিনি। দ্বিতীয় গেম হারার পরে তৃতীয় গেমে আর সিন্ধুকে দাঁড়াতেই দেননি তাঁর প্রতিপক্ষ। এক সময় ০-৪ পিছিয়ে পড়েছিলেন সিন্ধু। আরও চাপ বাড়াতে থাকেন ইয়ামাগুচি। শেষ পর্যন্ত ৮-২১ হারেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নভারতীয় তারকা।গ্রুপের প্রথম ম্যাচ হারার পরে বৃহস্পতিবার সিন্ধুর লড়াই চিনের চেন উফেইয়ের বিরুদ্ধে। চিনা তারকার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে ৬-৩ এগিয়ে আছেন সিন্ধু। কিন্তু চেন এখন বিধ্বংসী ছন্দে আছেন। চলতি মরসুমে ছ'টি ফাইনালে উঠে হারেননি তিনি। যার মধ্যে রয়েছে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপও। মেয়েদের সিঙ্গলসের অপর ম্যাচে তাইল্যান্ডের রাতচানক ইন্তানন স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন সতীর্থ বুসানান ওংবামরুংফানকে। বিশ্বের এক নম্বর তাই জু ইং অবশ্য হেরে গিয়েছেন জাপানের নজোমি ওকুহারার কাছে। ফল ১৫-২১, ২১-১৮, ২১-১৯।

প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৪০০টি ছক্কার মালিক হলেন রোহিত

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ৩৪ বলে ৭১ রান করলেন রোহিত শর্মা। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৪০০টি ছক্কার মালিক হলেন সহ-অধিনায়ক। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে সব চেয়ে বেশি ছক্কার মালিক ক্রিস গেল। ৫৩৪টি ছয় মেরে তালিকার শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে শাহিদ আফ্রিদি (৪৭৬)। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রোহিত (৪০৪)। তাঁর ও কে এল রাহুলের ১৩৫ রানের জুটির সৌজন্যে ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান করে ভারত। কী করে ২০ ওভারে এত রান তোলা সম্ভব হল? রোহিতের উত্তর, "ওয়েস্ট ইন্ডিজ কতটা ভয়ঙ্কর ব্যাটিং লাইন-আপ তা আমরা জানি। চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব রান তোলার।" যোগ করেন, "ওয়াংখেড়ের উইকেট ব্যাটসম্যানদের স্বর্গ। এখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তার আন্দাজ করেই বড় রান তোলার লক্ষ্যে নেমেছিলাম।" রোহিত জানিয়েছেন, শিশির পড়ায় বোলাররা কিছুটা সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁর কথায়, "বল হাত থেকে পিছলে যাচ্ছিল। বোলারদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। শিশির পড়লে সব চেয়ে সুবিধা হয় ব্যাটসম্যানদের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছি।" রাহুলের প্রশংসা করে বলেন, অসাধারণ সঙ্গ দিয়েছে। খুব ভাল টাইমিং হচ্ছিল ওর।'ভারতীয় দলের স্টার ক্রিকেটার রোহিত শর্মা এবার নয়া ভূমিকায়। এদেশে লা লিগার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর হিসাবে নিযুক্ত হলেন হিটম্যান। বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় এমনটাই জানিয়ে দিল স্পানিশ ফুটবলের প্রথম শ্রেণির লিগ।রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার সৌজনে ফুটবল পাগল দেশ ভারতে লা লিগা অতন্ত জনপ্রিয়। রয়েছে বিরাট ফান বেস। লা লিগা শেষ কয়েক বছর ধরেই ভারতে তাদের বর্য়ান্ড তৈরি করতে চাইছে। তারই অঙ্গ হিসাবে রোহিতকে নিয়োগ করেছে তারা।রোহিত এদিন টুইটারে লিখলেন, "আপনারা জানেন যে, ফুটবল বরাবরই আমার হৃদয়ে একটা আলাদা জায়গায় রয়েছে। ফলে লা লিগার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি অতন্ত খুশি।"- জন্মদিনে দুরন্ত খবর, ধোনি-কোহলি নন, গুগলে রাজ করছেন যুবরাজ সিংলা লিগা ইন্ডিয়ার মানেজিং ডিরেক্টর জোসে অ্যান্তোনিও কাচাজা বলছেন, "ভারতে ফুটবলের একটা বিরাট জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশ্বের নিরীখে লা লিগার জন ভারতের বাজারটা অতন্ত ভাল। রোহিত কিন্তু লা লিগার প্রথম নন-ফুটবলার বর্য়ান্ড অ্যাম্বাসডর হলো। ওর অন আর অফ ফিল্ড বক্তিত্বই আমাদের মোহিত করেছে। লা লিগার মান আর নীতির সঙ্গে ওকে ভাবা যায়।"এই মুহূর্তে ১৫ মাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার লিগ টেবিলে শীর্ষে বার্সেলোনা। সমসংখক পয়েন্টে পেয়ে গোল পার্থকে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিনে রয়েছে সেভিয়া। ১৬ মাচে ৩১ পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে। চারে রয়েছে রিয়াল সোসিদাদ। ১৬ মাচে ২৭ পয়েন্ট তাদের।

নিরাপত্তার ঘেরাটোপে টেস্ট ফিরল পাকিস্তানে

আঁটসাঁট নিরাপত্তার মধ্যেই সেই শ্রীলঙ্কাকে নিয়েই দীর্ঘ ১০ বছর পরে পাকিস্তানে ফিরল টেস্ট ক্রিকেট। রাওয়ালপিন্ডিতে বুধবার পাক ক্রিকেটে টেস্ট ম্যাচ প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনেই দাপট দেখালেন পাক সিমাররা। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে। প্রথম দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা ২০২-৫। খেলছেন ধনঞ্জয় ডি'সিলভা (৩৮) ও নিরোশন ডিকওয়েলা (১১)।দশ বছর আগে ২০০৯ সালের মার্চ মাসে লাহৌরে পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা টেস্ট ম্যাচ চলার সময় টিম বাসে জঙ্গি হামলা হওয়ায় মারা গিয়েছিলেন আট ব্যক্তি। আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েক জন ক্রিকেটার ও আম্পায়ার। এ দিন কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাওয়ালপিন্ডিতে টসের সময়ে পাক অধিনায়ক আজহার আলি বলেন, "পাকিস্তান ক্রিকেটের একটা ঐতিহাসিক দিন আজ। এই দিনটার জন্যই প্রতীক্ষা করেছিলাম আমরা।" শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নেও বলেন, "শ্রীলঙ্কা দলও পাকিস্তানে টেস্ট উপভোগ করবে।" মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে পর্যন্ত পাক সিমারদের ভালই সামলেছিলেন শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার দিমুথ করুণারত্নে (৫৯) ও ওশাদা ফার্নান্দো (৪০)। দু'জনের জুটিতে ওঠে ৯৬ রান। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পরেই ছন্দে ফেরেন পাক সিমারেরা। দ্রুত বিনা উইকেটে ৮৯ থেকে ১৩৭-৪ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। নাসিম শা নেন দুই উইকেট। বাকিরা একটি করে উইকেট পানএই পাকিস্তান দলে আগ্রাসন নেই, দলের বিপর্যয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও নেই। একমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হলে তবেই পাকিস্তান ক্রিকেট নড়েচড়ে বসবে। না হলে, পাক-ক্রিকেটে যা ছবি এখন দেখা যাচ্ছে, তার কোনও পরিবর্তন হবে না। বলছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ব্যাটসম্যান বাসিত আলি।অ্যাডিলেডে পাকিস্তান বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও লাবুশানে। বাঁ হাতি ওয়ার্নারের বিধ্বংসী ৩৩৫ রানের সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়া রানের পাহাড়ে চড়ে। লাবুশানেও খেলেন ১৬২ রানের ইনিংস। তিন উইকেটে ৫৮৯ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয় অস্ট্রেলিয়া।পাক-ক্রিকেটের এই হাল দেখে স্তম্ভিত দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, ""ভারতের সঙ্গে যত ক্ষণ না আমাদের কোনও ম্যাচ হচ্ছে, তত ক্ষণ এই ছবিই দেখা যাবে পাকিস্তান ক্রিকেটে। আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, এখন ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজই হয় না। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দলের ভরাডুবি হলেও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না দেশের ক্রিকেটে। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও নেই। ভারতের বিরুদ্ধে ভরাডুবি হলেই বড়সড় পরিবর্তন হবে পাকিস্তানে। ক্রিকেটে।""পাক-বোলারদের নিয়ে অজি ব্যাটসম্যানরা ছেলেখেলা করেন। তা দেখে যন্ত্রণাকাতর বাসিত। তিনি বলেন, ""ড্রেসিং রুমে দেখলাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা হাসিঠাট্টা করছে। আমাদের দেশের ক্রিকেটের মান তা হলে এতটাই নেমে গিয়েছে যে প্রতিপক্ষ সিরিয়াসলি নিচ্ছে না?"" প্রশ্ন ছুড়ে দেন বাসিত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার বলেছেন, ""এই পাকিস্তান দলে আগ্রাসন ব্যাপারটাই চোখে পড়ছে না। অ্যাডিলেডের পিচ শুরুতে বোলারদেরই সহায়ক হয়। কিন্তু, সময় যত গড়াতে থাকে, ততই তা ব্যাটিং সহায়ক হয়ে ওঠে।"" কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদেরই দাপট চলল।পাক-অধিনায়ক আজহার আলির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাসিত বলছেন, ""আজহার আলি খুবই রক্ষণাত্মক অধিনায়ক। অ্যাডিলেডেও রক্ষণাত্মক ক্যাপ্টেন্সি করে গেল। ওয়ার্নারের জন্য ফিল্ডিংটাও ঠিকঠাক সাজায়নি।" অস্ট্রেলিয়ার রানের পাহাড়ের জবাব দিতে নেমেছে পাকিস্তান। খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করছেন না বাসিত। তিনি বলেন, "ফলো অন বাঁচানো খুবই কঠিন পাকিস্তানের।

থমথমে অসম, বাতিল আইএসএল-রঞ্জি ম্যাচ

গুয়াহাটি: নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস ঘিরে উত্তপ্ত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল। অগ্নিগর্ভ অসমে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কার্ফু জারি হওয়ার কারণে আরও থমথমে পরিস্থিতি। সেনা টহল চলছে গুয়াহাটির রাজপথে। সরকারি ঘোষণা অনুসারে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। সেনা টহলের কারণে অঘোষিত বনধের ছবি গোটা রাজ্য জুড়েই, বিশেষ করে গুয়াহাটি শহরে।উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে অসমে স্থগিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচ। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ও চেন্নাইয়িন এফসি। কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় লিগের ৩৭তম ম্যাচ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল আইএসএল কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে এইকথা।

পরবর্তীতে কবে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে, সেব্যাপারে পরবর্তীতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আইএসএলের তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনুরাগী, ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।"কেবল আইএসএল নয়, কার্ফু জারি হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে গেল অসম বনাম সার্ভিসেসের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির চতুর্থ দিনের ম্যাচ। নাগরিক সংশোধনী বিলের প্রতিবাদের প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরাতেও।

সেখানেও ত্রিপুরা বনাম ঝাড়খন্ডের মধ্যে মরশুমের প্রথম রঞ্জি ম্যাচের চতুর্থদিনের খেলা। বিসিসিআই'য়ের ক্রিকেট অপারেশন জেনারেল ম্যানেজার সাবা করিম জানিয়েছেন, "রাজ্য সংস্থাগুলোর নির্দেশমতোই খেলা চালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। ক্রিকেটার এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের হোটেলের বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে।"রাজ্যসভায় নাগরিক সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর থেকেই রাতভর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অসমে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাসের প্রতিবাদে ঘেরাও করা হয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালের বাড়ি। পাশাপাশি কখনও বিজেপি বিধায়ক, সাংসদের তাড়া ও তাঁদের থানায় আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সবমিলে প্রবল উত্তপ্ত অসম।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আরও থমথমে পরিস্থিতি। সেনা টহলের কারণে অঘোষিত বনধের ছবি গোটা রাজ্য জুড়েই, বিশেষ করে গুয়াহাটি শহরে। সূত্রের খবর, ত্রিপুরা, অসমের পর এবার অরুণাচল প্রদেশেও ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িক স্থগিত করার পথে সরকার। তবে এই বিষয়ে সরকারিভাবে কিছু বলা হয়নি এখনও

দ্বিতীয় দিনে পিছিয়ে পড়লো ইংল্যান্ড

প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের মুখ দেখেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডকে ইনিংসে হারিয়ে ইতিমধ্যেই ০-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছে কিউয়িরা। ঘরের মাঠে সেই সঙ্গে নিজেদের দাপট বজায় রাখলো কেন উইলিয়ামসনের দল। টেস্টের প্রথম দিনে তিন উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান করেছিল নিউজিল্যান্ড। তবে দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রান করল নিউজিল্যান্ড। একই সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শতরান করলেন টম লাথাম। একই সঙ্গে ইনিংসের শুরুতেই দুই উইকেট হারালো ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩৩৬ রানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড।নিউজিল্যান্ডের হয়ে দলগত ভাবে ভালো পারফর্ম করতে দেখা যায় নিউজিল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা। ব্যাট হাতে লাথামের ঝড়ঝড়ে শতরানের পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন রস টেলর। ৫৫ রান করেন ওয়াটলিং। টপ অর্ডার ও মিডল অর্ডারের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে নেমে কিউয়িদের হয়ে ৭৩ রানের ইনিংস খেলেন ড্যারিল মিচেল। প্রথম ইনিংসে ৩৭৫ রানে শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের।অপরদিকে, ব্যাট হাতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে বিপাকে পড়লো ইংল্যান্ড। ১৮ ওভারে মাত্র ৩৯ রানেই ২ উইকেট হারালো ইংল্যান্ড দল। ব্যাট হাতে শনিবার খেলার দ্বিতীয় দিনে ওপেন করতে নামেন ইংল্যান্ডের ররি বার্নস ও ডোম সিবলে। তবে ওপেন করতে নেমে মাত্র ২০ বল খেলে ৪ রান করেই ফিরে যান সিবলে। একই সঙ্গে তিন নম্বরে নেমে ৪ রান করে আউট হন জো ডেনলিও। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের হয়ে উইকেটে দাঁড়িয়ে আছেন ররি বার্নস ও জো রুট।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হলেন এই ফুটবলার

রেকর্ড বইয়ে ঢুকে গেলেন ১৭ বছরের কিশোর আনসু ফাতি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে গোল করার নজির গড়লেন বার্সেলোনার এই ফুটবলার। তাঁর গোলেই স্বপ্নভঙ্গ হল ইন্টার মিলানের।মিলানের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ফল ছিল ১-১। তখনই পরিবর্ত হিসেবে নামেন ফাতি। এবং ততক্ষণাত কেল্লা ফতে। লুইস সুয়ারেজের পাস থেকে গোল করেন তিনি।বার্সেলোনা আগেই নক-আউটের টিকিট নিশ্চিত করেছিল। তাই এই ম্যাচে লিয়োনেল মেসিকে বিশ্রাম দেন বার্সা ম্যানেজার আর্নেস্তো ভালভার্দে।খেলার ২৩ মিনিটে গোল করে বার্সাকে ১-০ এগিয়ে দেন কার্লেস পেরেস। ৪৪ মিনিটে ইন্টারের রোমেলু লুকাকু ২৫ গজ দূর থেকে মারা শটে ১-১ করেছিলেন।তার পর ম্যাচের প্রায় শেষ লগ্নে এসে ইতিহাস বইয়ে ঢুকে যান ফাতি। বার্সা ম্যানেজার ভালভার্দে বলেন, ""আনসু জন্মগত গোলস্কোরার। ওর পায়ে সামান্য একটু ব্যথা ছিল। তবু ওকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও খেলাতে চেয়েছিলাম।

আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিং: প্রথম দশে এলেন কোহলি, এগোলেন কেএল রাহুলও

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন বিরাট কোহলি। আর যার প্রতিফলন ঘটল আইসিসি-র সদ প্রকাশিত টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে। পাঁচ ধাপ এগিয়ে বাটসমানদের তালিকায় প্রথম প্রথম দশে চলে এলেন ভারত অধিনায়ক। কেএল রাহুলও র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে চলে এলেন ছ'' নম্বরে।কোহলি তিন মাচ মিলিয়ে ১৯০.৬২-এর স্ট্রাইক রেটে ১৮৩ রান করেছেন।

হয়েছেন সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও। সিরিজের প্রথম মাচে হায়দরাবাদে তাঁর বাট থেকে এসেছিল কেরিয়ারের সেরা ইনিংস (৫০ বলে ৯৪)। কোহলির বাটে ভর করেই ভারত উইন্ডিজের ২০৭ রান তাড়া করে ৬ উইকেটে জিতে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে ভারত সিরিজের নির্ণায়ক মাচ খেলতে নেমেছিল। কোহলি তাঁর কেরিয়ারের দ্রুততম টি-২০ ইনিংসের (২৯ বলে ৭০) সৌজনে ভারতকে রানের পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ২০ ওভারে ভারত তিন উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান তুলেছিল কোহলি অ্যান্ড কোং। জবাবে উইন্ডিজ নির্ধারিত ওভারে ১৭৩/৮ শেষ হয়ে যায়। বিরাটের দল ৬৭ রানে জিতে সিরিজ ২-১ ছিনিয়ে নেয়। এই মাচে রাহুল ৫৬ বলে ৯১ রান করেন। এই পারফরমান্সের সুবাদেই রাহুল র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন।আপাতত বিরাটদের তিন দিনের বিরতি। তারপর শুরু তিন মাচের ওয়ানডে সিরিজ।

আগামী রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোহলি অ্যান্ড কোং চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে প্রথম মাচ খেলবে দুই দেশ। ইতিমধ্যেই কোহলিরা চেন্নাই পৌঁছে গিয়েছে। রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবের সঙ্গে টিম বাসে সেলফি তুলে টুইটারে শেয়ার করলেন তিনি।

No. F.6(1)-AgrilEE/W/2018-19 / P/V /3891-906,Dated,Agartala, the 11/12/2019

CORRIGENDUM

Please read as " End date of e-bidding on 18/12/2019" instead of " End date of bidding on 11/12/2019" and Time and date of opening of tender on 19/12/2019 " instead of 12/12/2019 . All other terms & condition will remain same as original PNIT NO:- 20/AGRI/EE(WEST)/2019-20 dated 19/01/2019.

ICA/C-1890/2019-20

(Er. S. K. Malakar)
Executive Engineer
(West) Department of Agriculture&FW
Tripura, Agartala

Short Notice Inviting Quotation

Sealed **Quotation** in plain paper are invited on behalf of the Governor of Tripura from the Bonafied & resourceful suppliers of Indian Nationality having experience and financial stability for supplying of necessary items for **Gardening** at Dhalai District Polytechnic, Ambassa. The Quotations will be received on 14.12.2019 from 10:30 AM in the office of the undersigned and will be opened on 26.12.2019 at 11 AM or on the next working date if possible. Detail terms & conditions will be available in the website of Dhalai District Polytechnic, Ambassa i.e., www.ddpambassa.ac.in.

ICA/C-1894/2019-20

Sd/- (Er. Sajal kanta Das)
Principal (I/C)
Dhalai District Polytechnic, Ambassa, Dhalai

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রী, যারা ২০১৯ইং শিক্ষাবর্ষের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে পাঠরত আছেন সেইসব ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারের সহায়তায় Pre-Matric স্কলারশীপ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের Post-Matricস্কলারশীপ প্রদান করা হবে। উভয়ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অভিবাবকের বাৎসরিক আয়ের উর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৪৪,৫০০/-(চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ) এবং ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকার মধ্যে হতে হবে। এছাড়াও যে সব সংখ্যালঘু ছাত্রীরা ষষ্ঠ থেকে পাঠরত এবং বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৬০% (ষাট শতাংশ) নম্বর পেয়েছে তাদেরকে বিশেষ উৎসাহমূলক ভাতা (Special Incentive to Minority Girls Students) প্রদান করা হবে।

১। স্কলারশীপের আবেদনপত্র সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে পাঠানোর সক্রিয় নিম্নরূপ।

ক) আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট আবেদনপত্র জমা দেবেন।

খ) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ, Pre-Matric ও Post-Matric স্কলারশীপ এবং বিশেষ উৎসাহমূলক ভাতা (Special Incentive to Minority Girls Students) সমস্ত আবেদনপত্র স্কীম অনুসারে একত্রিত করে শ্রেণীভিত্তিক নামের তালিকা স্ব-স্ব মহকুমা শাসকের (SDM) অফিসে জমা দেবেন।

গ) মহকুমা শাসকগণ ঐ সমস্ত আবেদনপত্র স্কীম অনুসারে একত্রিত করে শ্রেণীভিত্তিক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক নামের তালিকা Beneficiary Code সহ স্কলারশীপ প্রদানের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার নিকট পাঠাবেন, তৎসঙ্গে নামের তালিকা Soft Copy দপ্তরের email address: mwtripura@gmail.com এ পাঠাবেন।

২। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং এর মধ্যে সমস্ত আবেদনপত্র একত্রিত করে শ্রেণীভিত্তিক স্কীম অনুসারে পৃথক পৃথক নামের তালিকা স্ব-স্ব মহকুমা শাসকের SDM অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং মহকুমা শাসকগণ আগামী ৩১ই জানুয়ারী, ২০২০ইং এর মধ্যে সমস্ত আবেদনপত্র একত্রিত করে শ্রেণীভিত্তিক ও বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক নামের তালিকা Beneficiary Code -সহ সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উপরোক্ত স্কলারশীপের অর্থরাশি সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর থেকে Direct Benefit Transfer (DBT) এর মাধ্যমে সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের Bank Account-এ প্রদান করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। দূরভাষ : ০৩৮১-২৩---৩৪/২৩২৮২৩২

(আশুদেব দাস)

ICA/D-1395/2019-20

অধিকর্তা, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

জাগরণ 13 December, 2019, Friday আগরতলা ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সিএবি ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার খর্ব করবে না : প্রধানমন্ত্রী

ধানবাদ(ঝাড়খন্ড), ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিকে অভয় দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের সংস্কৃতি এবং ভাষার উপর নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের কোনও প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন তিনি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতীয় মুসলমানদের কোনও অধিকার খর্ব করবে না। কিন্তু কংগ্রেস জেনেবুঝে মুসলমানদের উস্কে দিচ্ছে। লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানে থাকা সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য যে চুক্তি হয়েছিল, তার যথাযথ ভাবে পালন করা হয়নি। এর জন্য দায়ী কংগ্রেস। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান প্রতারিত হয়ে আসা হিন্দু সহ অন্যান্য সে দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায় করেছে বিজেপি সরকার।

বৃহস্পতিবার ঝাড়খন্ডের ধানবাদে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, 'পূর্ব এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে অসম সহ অন্যান্য রাজ্যগুলির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ভাষার উপর কোনও প্রভাব পড়বে। আপনাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। সেইটাই আমাদের অগ্রাধিকার। কংগ্রেসের বক্তব্যে কখনও বিভ্রান্ত হবেন না। অসমের জনগণ বিশেষ যুবসমাজকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। আপনাদের অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আপনাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা হবে।'

নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, উত্তরপূর্বে হিংসা এবং অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে রাজনীতি করছে কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী দলগুলি। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের চৌহদ্দি থেকে উত্তরপূর্বের বেশির ভাগ অঞ্চলকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী দলগুলি উত্তরপূর্বে আগুন লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকেরা এখনে চলে আসবে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, যারা ইতিমধ্যেই ভারতীয় নাগরিক যেমন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৌন, খ্রিষ্টান তাদের জন্য এই বিল প্রযোজ্য নয়। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা ভারতে এসেছে শুধুমাত্র তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

উদ্বাস্তুদের কোনওরকম উন্নয়ন না করার জন্য কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ধর্মের কারণে নিগৃহীত হয়ে এই দেশে চলে আসা উদ্বাস্তুদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও কংগ্রেস কিছুই করেনি। যে অবস্থায় তারা পাকিস্তান থাকত সেই একই আচরণ কংগ্রেস আমলে এই দেশে পোহাতে হয়েছে উদ্বাস্তুদের।

অসমের একাধিক জায়গায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ফু জারি করা হয়েছে। অসমের দশটি জেলা। যথাক্রমে লখিমপুর, তিনসুকিয়া, ধিমাঝি, ডিব্রুগড়, চারাইদেও, শিবসাগর, জোরহাট, গোলাঘাট, কামরূপ(মেট্রো), কামরূপে বুধবার রাত ৭টা থেকে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেই এই বিক্ষোভ।

অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বহু শতাব্দী ধরে চলে আসা রামজন্মভূমি বিতর্ক নিয়ে প্যাঁচ কষে গিয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি নিজের ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে অযোধ্যার রামজন্মভূমির শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করে বিজেপি নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। রাম মন্দির নির্মাণের রাস্তা খুলে গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলার রায়দানে জানিয়েছিল যে নির্ধারিত ২.৭ একর জমিতেই হবে রাম মন্দির। মন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা ট্রাস্টের হাতে সেই জমি তুলে দেওয়া হবে। এই ট্রাস্টই মন্দির নির্মাণের কাজ দেখভাল করবে। মসজিদ তৈরি করার জন্য পৃথক ভাবে আলাদা জমি দেওয়া হবে।

ঝাড়খন্ডের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, গোটা রাজ্যজুড়ে বিজেপিকে নিয়ে উৎসাহ রয়েছে। বিজেপি যাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূরণ করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধান চালু হয়েছে। কংগ্রেস, আরজেডি, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, বামপন্থীরা বরাবর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু বিজেপি ছয় মাসের মধ্যেই নিজেদের সঙ্কল্পগুলিকে পূরণ করেছে। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন। দিনরাত এক করে তার সমাধান করা হয়েছে।

এদিন ধানবাদের জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস, রাজ্য বিজেপি সভাপতি লক্ষণ গিলুওয়া, সাংসদ পিএন সিং।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডোনার মন্ত্রকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- পিআইবি।

চতুর্থ দফায় জাতীয় লোক আদালত কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় ফের বসবে জাতীয় লোক আদালত। শনিবার ত্রিপুরা হাইকোর্ট-সহ সমস্ত জেলা আদালতে লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এ-নিয়ে চতুর্থ দফায় লোক আদালত বসবে।

ওইদিন লোক আদালতে ৫,১২৫টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, মোটর যান দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ, আপসযোগ্য বিরোধ, এনআই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, বৈবাহিক বিরোধ দেওয়ানি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য এই লোক আদালতে তোলা হবে। এজন্য হাইকোর্ট-সহ রাজ্যে মোট ৫০টি আদালত বসবে।

আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টে লোক আদালত উপলক্ষ্যে একটি কোর্টে যান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ১৭টি আবেদনের শুনানি হবে। অন্যান্য আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশাধে সংক্রান্ত ১, ৮৩১টি মামলা, বিএসএনএল-এর বিল পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধ ২,৮০০টি, এমএসিটি মামলা ১৬৬টি (হাইকোর্ট ছাড়া), আপসযোগ্য বিরোধে ১০৯টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৩৩টি মামলা, এনআই অ্যাক্টের ৪৩টি মামলা, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৫-টি মামলা, অন্যান্য আপসযোগ্য দেওয়ানি মামলা ২১টি শুনানি হবে। এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ ৪,৬৪১টি। এছাড়া আদালতে জমে থাকা ৪৮৪টি মামলা লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে মামলার পক্ষা-পক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে।

আদালতগুলিতে মামলার পক্ষা-পক্ষকে সহযোগিতা করতে আধা আইনি স্বেচ্ছাসেবকরা পিএলভি থাকবেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব শুভাশিস শর্মারায় দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে অনুরোধ করেছেন। এর সঙ্গে আবেদন করেছেন, মামলার বিষয়ে কোনও নথি কারও নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে আগে জমা করে না থাকলে, লোক আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় তা সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

লাহোর হাসপাতালে হামলা : ২৫০ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

লাহোর, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): লাহোরের পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ কার্ডিওলজি (পিআইসি)-তে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় মোট ২৫০ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল পঞ্জাব পুলিশউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০০-২৫০ জন অজ্ঞাতপরিচয় আইনজীবীর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এফআইআর রুজু করেছে পঞ্জাব পুলিশউ পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৩২২, ৪৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ১৪৮ ও ৩৯৫ এবং সন্ত্রাস-বিরোধী আইনের ৭ নম্বর ধারায় ২৫০ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চিকিতকদের সঙ্গে বিরোধের জেরে বুধবার লাহোরের পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ কার্ডিওলজি (পিআইসি)-তে হামলা এবং ভাঙচুর চালান কমপক্ষে ২০০ জন আইনজীবীউ পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেন ক্ষুব্ধ আইনজীবীরাউ কয়েক ঘন্টা ধরে চলা তাণ্ডবে ৩ জনের মৃত্যুউ এই হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের হল ২৫০ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে।

ঝাড়খণ্ডে তৃতীয় দফার ভোট-পর্ব শুরু, ভাগ্যপরীক্ষা ৩০৯ জন প্রার্থীর

রাঁচি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে শুরু হল বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে ঝাড়খণ্ডের ছ''টি জেলার ১৭টি বিধানসভা আসনে, ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৩২ জন মহিলা-সহ ৩০৯ জন প্রার্থীর। ৩০৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করছেন ৫৬.১৮ লক্ষ ভোটার। তৃতীয় দফায় ঝাড়খণ্ডের মোট ১৭টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, যথাক্রমে-কোডারমা, বার্হি, বারকাগাঁও, মাণ্ডু, হাজারীবাগ, সিমারিয়া, ধানওয়ার, গোমিয়া, বেরমো, ইছাগড়, সিল্লি, খিজরি, রাঁচি, হাতিয়া, কাঙ্কে, বারকাথা এবং রামগড়।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, রাঁচি, হাতিয়া, কাঙ্কে, বারকাথা এবং রামগড় বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে, চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। বাকি আসনগুলিতে ভোট-পর্ব চলবে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। তৃতীয় দফায় হেভিওয়েট প্রার্থীরা হলেন-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (প্রজাতান্ত্রিক)-র সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি, ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী নীরা যাদব, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সি পি সিং, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস উইনিয়নের সভাপতি সুদেশ মাহাতো প্রমুখ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার মানুষের জন্য ফেনী নদীর পানি উত্তোলন করা হলে নদীর জল প্রবাহে কোনো পরিবর্তন আসবে না : শিরীন আখতার এমপি

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১২।। বাংলাদেশের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সাধারণ সম্পাদক ও ফেনী-১ আসনের সংসদ সদস্য শিরীন আখতার বলেছেন, ফেনী নদী থেকে ভারত পানি নিলে দেশের কোনো ক্ষতি হবে না। বুধবার দুপুরে ফেনী নদীর জল প্রবাহ ও নদী তীরের মানুষের জীবন-যাপন, কৃষি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় ফেনী নদী তীরের স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শিরীন আখতার বলেন, ফেনী নদী থেকে ভারতের সাব্রুম শহরে খাবার জল নিলে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। ভারতের ত্রিপুরার ছোট শহর সাব্রুমের মানুষের খাবার জন্য ফেনী নদী থেকে যে পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয় তাতে নদীর জল প্রবাহে কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং আসবে না।

তিনি বলেন, সাব্রুম শহরের মানুষের জন্য ফেনী নদী থেকে খাবার জল উত্তোলনের সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশ উচ্চতর মানবতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তিস্তা চুক্তিসহ ভারত-বাংলাদেশ দুদেশের সরকার, দুদেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও উচ্চতায় যাবে।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া তাহের, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এনামুল হক মজুমদার ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদা আক্তার তানিয়া।

সিএবি নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস, দাবি প্রহ্লাদের

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপূর্বের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে গোটা উত্তরপূর্ব জুড়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস বলে দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস। উত্তর-পূর্ব নিয়ে বিজেপির উদ্যোগকে মেনে নিতে পারছে না কংগ্রেস। সেই কারণেই উত্তেজনা ছড়াচ্ছে তারা। এই আইম নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়।

একই কথা বলেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গাঙ্গুলি। তিনি জানিয়েছেন, 'তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে দিনাজপুরে আসার দুঃখ এখনও ভুলিনি। জীবন বাঁচানোর জন্য বিবাহিত মহিলারা সিঁথির সিঁদুরও মুছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে চুরির হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ ডিসেম্বর।। একই এলাকাতে কিছুদিন পর পর ঘটছে চুরির ঘটনা। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ। ঘটনা বিশালগড় থানার অধীন সুবল সাহা চৌমুহনী এলাকায়। বুধবার রাতেও এই এলাকাতে ফের চুরির ঘটনা ঘটে। যে বাড়িতে চুরির ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে এই বাড়ির মালিক পেশায় শিক্ষক নেপাল বীর চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরার বাইরে ছিলেন। বাড়ি খালির পাওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়েই নিশিকুম্বরা হানা দিয়ে ঘরের আলমারি ভেঙে বিভিন্ন আসবাবপত্র লুট করে নেয় নিশিকুটুম্বরা। বৃহস্পতিবারা বিষয়টি পাশের বাড়ির লোকজনরাই টের পায় প্রথমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অন্যান্য লোকজন। খবর দেয় বিশালগড় থানায়। তবে এদিনের চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের সামনে পুলিশের ভূমিকায় একরাশ ক্ষোভ উগ্রে দেয়। কিছুদিন পর পরই এলকায় চুরির ঘটনা ঘটেই চলছে। আর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েই দায়িত্ব থালাস করছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য।

খসড়া ট্যুরিজম পলিসি নিয়ে মহাকরণে পর্যালোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর।। রাজ্যের পর্যটন দপ্তর ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য একটি খসড়া 'ট্যুরিজম পলিসি' তৈরি করেছে। এই খসড়া ট্যুরিজম পলিসি নিয়ে আজ মহাকরণের ৩নং কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটনমী প্রণজিৎ সিংহরায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিব এল এইচ ডার্লং, রাজ্যের মুখ্য বন সংরক্ষক অলিন্দ রস্তোগী, পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, অর্থ দপ্তরের সচিব এন ডার্লং, আরক্ষা প্রশাসনের আই জি পি ইউ কে মজমদার, পূর্ত দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী সুশান্ত দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ট্যুরিজম পলিসির খসড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ রাজ্যের পর্যটনের সার্বিক উন্নয়নে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম ও প্রকল্প রূপায়ণে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। পর্যটনমী প্রণজিৎ সিংহরায় রাজ্যে পর্যটনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারত সফর বাতিল করলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ১২ ডিসেম্বর।। হঠাৎ করেই পূর্বনির্ধারিত ভারত সফর বাতিল করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আবদুল মোমেন। বৃহস্পতিবার ১২ ডিসেম্বর বিকেল তিনটার একটি ফ্লাইটে তার ভারতে আসার কথা ছিল।পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সেই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, আগামী ১৪ ও ১৬ ডিসেম্বর যথাক্রমে বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে। ওইসময় তার দেশে থাকা জরুরি। সেজন্য ভারত সফর বাতিল করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তৌহিদুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এখন মাদ্রিদে রয়েছেন। পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হকও দেশে নেই। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার শুনানির কারণে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থান করছেন। এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর রয়েছে বলেও জানান তৌহিদুল ইসলাম।নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় ইন্ডিয়ান ওশান ডায়ালগে অংশ নিতে ভারত যাওয়ার কথা ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। এ সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করারও কথা ছিল তার।তৌহিদুল ইসলাম জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফর বাতিল করায় ইন্ডিয়ান ওশান ডায়ালগে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন মন্ত্রণালয়ের আমেরিকান উইংয়ের মহাপরিচালক ফেরদৌসী শাহরিয়ার।

সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে ফের পাকিস্তানি হামলা, যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি এবং কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার সেলও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে গোলাগুলি বর্ষণউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি এবং কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। প্রত্যুত্তরে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

নাইজারের সামরিক ঘাঁটিতে জঙ্গি হামলায় অন্তত ৭৩ সেনা নিহত

নিয়মে, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি সামরিক ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা। এতে অন্তত ৭৩ সেনা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সেদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এমনটাই জানিয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার নাইজারের পশ্চিমাঞ্চলের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীবাদীরা। এতে অন্তত ৭৩ সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগে সোমবারও সেখানে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা। তবে এখন পর্যন্ত কেউ এ হামলার দায় স্বীকার করেনি।

পার্শবর্তী দেশ মালির সীমান্তে অবস্থিত নাইজারের ওই এলাকায় প্রায়ই এ ধরনের হামলা চালিয়ে থাকে সন্ত্রাসীরা। একইভাবে এ ধরনের হামলা চালানো হয় মালিতেও।

নাইজার, মালি, মৌরিতানিয়া, চাদ, বুরকিনা ফাসো- এ পাঁচটি দেশ মিলে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিহামলা প্রতিরোধে জি-৫ গঠন করলেও দেশগুলোতে সন্ত্রাসী হামলা ও সহিংসতা বেড়েই চলেছে।

মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, ঢাকায় প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু বেড়ে ১৩

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্লাস্টিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও ৯ জন শ্রমিক। অগ্নিকাণ্ডে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ জন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরের মধ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের নাম হল-জাহাঙ্গীর, ইমরান, বাবুল, রায়হান, খালেক, সালাউদ্দিন, সুজন, জিনারুল ইসলাম, আলম, জাকির হোসেন, ফয়সাল, মেহেদী ও আব্দুর রাজ্জাক।

বুধবার বিকেল ৪.১৫ মিনিট নাগাদ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকায় অবস্থিত 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-র কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই সময় কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। গ্যাস রুম থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুনে দগ্ধ হন কমপক্ষে ৩৫ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যেই ১৩ জন শ্রমিকের অকাল-মৃত্যু হল। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আরিফুল ইসলাম নবীন জানিয়েছেন, বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর কারখানাটিতে আগুন লেগেছে। গত ২৫ এপ্রিল আগুন লাগে চুনকুটিয়া এলাকায় অবস্থিত 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর কারখানায়। তবে ওই অগ্নিকাণ্ডে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।